ছবিতে বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের চিত্র দেখুন ভেতরের পাতায়

The Weekly Bangla Patrika

সফলতার ২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪৩ সোমবার শ্রাবণ ৭ ১৪৩১ / মহররম ১৫ ১৪৪৬ / Vol. 28 / Issue 43 / July 22 USA. Free in NY, Other State $1

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন

নতুন প্রার্থী কমলা হ্যারিস

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, পাশে দাঁড়িয়ে কমলা হ্যারিস।

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রোববার নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য ২০২৪ সালের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন। এই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি তিনি নির্বাচনে তাঁর পক্ষ থেকে দলের প্রার্থী হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হারিসকে সমর্থন জানিয়েছেন। বাইডেনের এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে জো বাইডেন হোয়াইট হাউসের জন্য প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হবার প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটালেন। নির্বাচনের মাত্র চার মাস আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তাঁর বিপর্যস্ত টেলিভিশন বিতর্ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করার পর বাইডেনের এ সিদ্ধান্ত আসে।
নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য জো বাইডেনের উপর ডেমোক্র্যাট দলের শীর্ষ নেতাসহ সমর্থক-ভক্তদেরও প্রচল চাপ ছিলো। গত ২৭ জুনের প্রথম টিভি বিতর্ক অনুষ্ঠানের পর থেকে ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি পাবার পর রোববার জো বাইডেন চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসেন। বিতর্ক অনুষ্ঠানে ৮১ বছর বয়স্ক প্রেসিডেন্ট তাঁর চিন্তা ধারার খেই হারিয়ে ফেলছিলেন, প্রায়ই প্রশ্নের উদ্ভট উত্তর দিচ্ছিলেন এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নানা মিথ্যাচারের জবাব দিতে ব্যর্থ হন।
এদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর মেয়াদের বাকি সময় দায়িত্ব পালন করার পরিকল্পনা করছেন। তাঁর মেয়াদ শেষ হবে ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি, ওয়াশিংটন ডিসি সময় বেলা ১২টায়। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ তাঁর নিজস্ব অ্যাকাউন্টে বাইডেন লেখেন- "আপনাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন ছিল *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

বাংলাদেশের সহিংস পরিস্থিতিতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে ড. ইউনূসের জরুরী আবেদন

'শিক্ষার্থী ও নাগরিক হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসুন'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে বাংলাদেশের সহিংস পরিস্থিতিতে শান্তিকে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে হত্যাকান্ড বন্ধ ও দোষীদের বিচারের আওতায় আনার দাবীতে এক জরুরী আবেদন জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশী ছাত্র ও অন্যান্য নাগরিকদের দেশব্যাপী হত্যায় এবং রোববার ২২ জুলাই পর্যন্ত তিনদিনের চলমান কারফিউয়ে বাংলাদেশ এমন এক সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে যা দিন দিনে অবনতির দিকে যাচ্ছে। ছাত্ররা এবং তাদের সাথে প্রতিবাদকারী অন্যরা, পুলিশ এবং বর্ডার গার্ড দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়ে ২০০ জনেরও বেশি নিহত এবং ৭০০ জনের বেশী আহত হয়েছে, যাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর। হতাহতদের *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

কারাগারের লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
বাংলাদেশে কাটা সংস্কার নিয়ে চলমান সহিংস ঘটনার মধ্যে নরসিংদী কারাগার থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে পুরস্কার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। সোমবার (২২ জুলাই) সকালে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরির্শক (আইজিপি) আব্দুল্লাহ আল মামুন নরসিংদী কারাগার পরিদর্শনে গিয়ে বলেন, 'জেলা কারাগার থেকে লুট হওয়া ৮৫টি অস্ত্রের মধ্যে এরমধ্যে ২১টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে ও ৬৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে'। লুট হওয়া বাকী অস্ত্র উদ্ধার করে দিতে পারলে প্রতিটি অস্ত্রের জন্য ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন পুলিশের প্রধান। এ সময় তিনি *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ষ্টেট টিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার রোববার (২১ জুলাই) এক প্রেস ব্রিফিং-এ বলেছেন, 'ঢাকায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সহিংসতার ঘটনা আমরা পর্যবেক্ষণ করছি, আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ রাখার আহবান জানিয়েছি ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে কোনও সহিংসতার অব্যাহতভাবে নিন্দা জানাচ্ছি'। এক *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

বাংলাদেশে সহিংসতায় ২ শতাধিক নিহত গ্রেপ্তার ৫ শতাধিক : কার্ফ্যু বলবৎ

নিখোঁজদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবি

৪ মন্ত্রীর পদত্যাগসহ চার দফা দাবী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকায় কার্ফ্যু বলবৎ রয়েছে। কর্ফ্যুর মধ্যেও বিচ্ছিন্নভাবে চলছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আর সহিংস ঘটনা। এদিকে পুলিশের গুলি সহ সহিসং ঘটনায় কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে গত ৫ দিনে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ২ শতাধিক নিহেতের ঘটনা ঘটেছে। সম্পদ হানি ঘটেছে বিপুল পরিমান। কার্যত ঢাকার সাথে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। অপরদিকে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ থাকায় বাংলাদেশের সাথে বহিবিশ্বের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এঅবস্থায় প্রবাসীরা চরম সংকটে পড়েছেন। তারা দেশে কোন স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন না। সহিংসতার জের ধরে সারা দেশে গ্রেফতার অভিযান শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। শুধুমাত্র রোববারই (২১ জুলাই) রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে অন্তত পাঁচশোর বেশি মানুষকে। যাদের বেশিরভাগই বিএনপির নেতাকর্মী বলে আদালত সুত্রে জানা গেছে। এর আগে বিএনপির আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

সহিংসতা-কারফিউয়ে ভোগান্তিতে মানুষ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলনের জের ধরে টানা কয়েকদিনের সহিংসতা এবং এরপর দু'দিনের কারফিউতে (চলমান) ঢাকা ও ঢাকার বাইরে জনজীবনে নানা ধরনের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, যার ফলে ভোগান্তিতে পড়েছে অসংখ্য মানুষ। বড় ছোট বাজারগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ কমে আসার কারণে দাম বেড়ে যাওয়া, শহরজুড়ে ঔষধের যোগান কমে আসার পাশাপাশি পরিবহন বন্ধ থাকার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। এমনকি কয়েকদিন ইন্টারনেট না থাকায় মোবাইল ব্যাংকিং অচল হয়ে পড়ার কারণে বিপাকে পড়েছে বিদ্যুতের হাজার হাজার প্রিপেইড মিটার ব্যবহারকারী। রোববার ডেসকো অফিসের সামনে ভিড় করেছে শত শত মানুষ।
ঢাকার বাইরে কোথাও কোথাও *(বাকি অংশ ২১ এর পাতায়)*

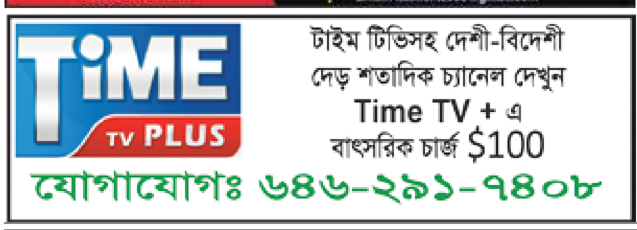

সিলেট সদর সোসাইটি'র বনভোজনে মিলনমেলা

নিউইয়র্ক:
সিলেট সদর সোসাইটি অব আমেরিকার ইনকের বনভোজনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে মিলনমেলায় পরিণত হয়। গত ২১ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া সিলেট সদর সোসাইটি অব আমেরিকার এ বনভোজনে ৫ শত প্রবাসী অংশ নেন।

বনভোজন উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শাহ মিজানুর রহমান, সদস্য সচিব মিনহাজ আহমেদ এবং প্রধান সমন্বয়ক হুমায়ূন আহমেদ চৌধুরীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সদর সোসাইটি অব আমেরিকার ইনকের উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর হোসেন ভূইয়া, সদস্য সচিব নাসিম চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক এতেশাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ ওয়াদুদ চৌধুরী, সদস্য সচিব সৈয়দ আহসান এনাম, সদস্য সাইফুল আর খান হারুন, শ্যামল কান্তি চন্দ্র, খলিলুর রহমান, নুরুল হক লাল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন আলমগীর কুমকুম, ফকু চৌধুরী, জোবায়ের আহমদ, সেলিম চৌধুরী, দিলদার হোসেন, মওদুদ চৌধুরী, জালালাবাদ এসাসিয়েশন অব আমেরিকার (একাংশ) সভাপতি শাহীন কামালী, সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক আসাদ গণী, কোষাধ্যক্ষ্য মইনুজ্জামান চৌধুরী, এসাসিয়েশনের নির্বাচন কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান সাবু প্রমুখ।

দিনব্যাপী সিলেট সদর সোসাইটি অব আমেরিকার আয়োজনে খেলাধূলা, আনন্দ আড্ডা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রীতিভোজ, র‍্যাফেল ড্রসহ বিভিন্ন ইভেন্টে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীরা পরিবার নিয়ে স্বতস্ফুর্ত অংশ নেন।

MUNA CONVENTION
AUGUST 9TH - 11TH, 2024
ISLAM
PEACE & JUSTICE FOR HUMANITY
Join Us this Summer with families & friends at MUNA CONVENTION 2024
SCAN ME TO REGISTER
INQUIRIES? EMAIL US
CON.INFO@MUNA.US
DR. YASIR QADHI
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM SIRAJ WAHHAJ
SHAYKH ABDUL NASIR JANGDA
SHAUN KING
HARUN O RASHID
DR. ABUL KALAM AZAD BASHAR
MUFTI HUSSAIN KAMANI
SR. USTADHA TAIMIYYAH ZUBAIR
DR. ALTAF HUSAIN
IMAM SULEIMAN HANI
IMAM DR. MOHAMED ABU TALEB
SR. ISMAHAN ABDULLAHI
IMAM DALOUER HOSSAIN
DR. AYMAN HAMMOUS
DR. MOHSIN ANSARI
DR. OSAMA ABU IRSHAID
ABDOOL RAHMAN KHAN
NIHAD AWAD
OUSAMA JAMAL
DR. MAHERA RUBY
BARRISTER HAMID HOSSAIN AZAD
DR. CHOWDHURY MAHMUDUL HASSAN
HAFIZ DR. ZAKIR AHMED
AZHAR AZEEZ
ABU AHMED NURUZZAMAN
DR. SYEDUR RAHMAN CHOWDHURY
QARI HASSAN SALEH
SHAYKH AHMED MABROUK
AND MORE SPEAKERS...
CONVENTION HIGHLIGHTS
Separate Youth Conferences
Children's Learn & Fun
Lecture Series
Parallel Sessions
Young Sisters Programs
Separate women's cultural event
Sisters Programs
Matrimonial Services
Health Clinic
Cultural Events
Bazaar and Expo
Halal Food Counter
Discounted Hotels
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
119 North Broad Street, Philadelphia, PA 19107
FOR BAZAAR BOOKING
MUNACONVENTION.COM
BAZAAR@MUNA.US
+1 (888) 824-MUNA

সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের আন্দোলন কোন পথে?

বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের আন্দোলন ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। এই আন্দোলনে ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলি আর সহিংস ঘটনায় গত ৫দিনে দু শতাতিক নিহতের ঘটনা ঘটেছে বলে বিবিসি সহ বিভিন্ন মাধ্যমে জানা গেছে। সবমিলিয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন সরকার বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবীতে পরিণত হয়েছে।

আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনতে দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধও করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার রাত থেকে বাংলাদেশে কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। ফলে দেশবাসীর সাথে প্রবাসীরাও যোগাযোগ করতে পারছেন না বলেও জানিয়েছেন। সরকারী সূত্রের দাবী গুজব ছড়ানো বন্ধ করতেই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। আমরা জানিনা কোটা সংস্কার আন্দোলনের শেষ কোথায়?

উদ্ভুত পরিস্থিতে সরকার গত ১৯ জুলাই শুক্রবার থেকে দেশব্যাপী কার্ফ্যু জারি করেছে। শুক্রবার রাতে এ কথা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, দেশ জুড়ে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সেনাবাহিনী নামানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্যের পাশাপাশি শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সেনা নামানো হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে। পাশাপাশি মিছিল, সমাবেশেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

অপরদিকে শেখ হাসিনা সরকারের চার মন্ত্রীর সাথে আন্দোলনকারী কয়েকজন নেতার বৈঠক হয়েছে, দাবী উঠেছে চার দাফ দাবী বাস্তবায়নের। পাশাপাশি সুপ্রীম কোর্টে সরকারের রীটের পর কোটা সংস্কার সংক্রান্ত ইতিপূর্বের সিদ্ধান্ত বাতিল করে নতুন নিয়ম জারী করেছে।

এদিকে আন্দোলনের জেরে বাংলাদেশ জুড়ে বন্ধ রাখা হয়েছে ট্রেন চলাচল। আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনতে দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধও করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার রাত থেকে বাংলাদেশে কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। ফলে দেশবাসীর সাথে প্রবাসীরাও যোগাযোগ করতে পারছেন না বলেও জানিয়েছেন। সরকারী সূত্রের দাবী গুজব ছড়ানো বন্ধ করতেই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। আমরা জানিনা কোটা সংস্কার আন্দোলনের শেষ কোথায়? ছোট একটি দাবী এত বড় আন্দোলনে রূপ নিলো কেনো এবং এই আন্দোলনে যারা নিহত হলেন তাদের দায় কে নেবে?। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে কোটা আন্দোলন এখন দেশ ও প্রবাসে সরকার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হতে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন আগওয়ামী লীগ সরকার নিজেদের গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকার দাবী করলে এমন ঘটনা ঘটার কোন কারন নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের তো জনগণের নার্ভ কি কেমন তা বুঝা উচিৎ। আমরা চাইবো কোটা সংষ্কার আন্দোলন দমাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার যেনো ‘স্বৈরাচারী’ সরকারে পরিণত না হয়।

শেখ হাসিনার ভাষণ কোটা-বিরোধী আন্দোলনকারীদের শান্ত করতে পারেনি কেন?

আকবর হোসেন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৭ জুলাই বুধবার যখন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন সকলেরই দৃষ্টি ছিল তিনি কী বলবেন? সরকার কোন পথে হাঁটবে সেদিকেই ছিল সবার নজর। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণকে কোটা-বিরোধী আন্দোলনকারীরা কিভাবে গ্রহণ করবে? এই ভাষণের পর আন্দোলনকারীদের দিক থেকে সেটি প্রত্যাখ্যান করতে খুব বেশি সময় নেয়া হয়নি। এই ভাষণের পর কোটা-বিরোধীরা ‘কমপ্লিট শাট-ডাউনের’ ডাক দেয়। রাত থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় সহিংস বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়।

একদিকে কোটা-বিরোধীরা রাস্তায় নামে, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন রাস্তায় নেমেছিল। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে একে একে নিহত হবার খবর আসতে থাকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বুধবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর সংঘাত আরো ছড়িয়েছে। আন্দোলনকারীদের ধৈর্য ধরার আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আদালতের মাধ্যমে তারা ‘ন্যায়বিচার’ পাবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। বিচারবিভাগের ওপর আস্থা রাখার অনুরোধও করেন তিনি। “এ ধরণের পরিস্থিতিতে একজন টিপিকাল সরকার প্রধান তার রেজিমের পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য যা বলেন, তিনি সেটাই বলেছেন। মূল সমস্যা সমাধানে তিনি কিছু বলেননি,” বলছিলেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহিউদ্দিন আহমদ।

সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রাবাস খালি করার পরও প্রকৃতপক্ষে আন্দোলনের চিত্র বদলায়নি। কিন্তু কোটা বিরোধীরা বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ থেকে তারা যা ‘প্রত্যাশা' করেছিলেন সেটি তারা পাননি। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় কোটা-বিরোধীরা বৃহস্পতিবার

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকরই ধারণা, এই আন্দোলন তরুণ সমাজের ভেতরে জমতে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। যদিও আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকা শিক্ষার্থীরাএর আগে বলে এসেছেন, তাদের আন্দোলন শুধুই কোটা সংস্কারকে কেন্দ্র করে। এর সাথে অন্যকিছুর সম্পর্ক নেই। আন্দোলনকারীদের অনেকেই মনে করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের মাধ্যমে ছাত্রদের আপাতভাবে শান্ত করা চেষ্টা হয়েছিল। “একদিকে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা হচ্ছে, অন্যদিকে তিনি ভাষণ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করছেন। এটা স্ববিরোধী,” বলেন মি. আহমেদ। প্রায় দুসপ্তাহ আগে যখন কোটা-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তখন সেটি বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন সেখানে কোন হস্তক্ষেপ করেনি। আন্দোলনকারীরাও সহিংস পথে যায়নি। কিন্তু এই আন্দোলন আকস্মিকভাবে সহিংস হয়ে উঠেছে।

সকাল থেকে রাস্তায় নেমে আসে। এ রকম একটি জায়গা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি ইসিবি চত্বর এলাকা। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তত কয়েক হাজার শিক্ষার্থী ইসিবি চত্বর অবরোধ করে রেখেছে। সেখানে কথা বলছিলাম কয়েকজন আন্দোলনকারীর সাথে। এ সময় তারা কোটা সংস্কারের পক্ষে স্লোগান দিতে থাকে। এসময় শিক্ষার্থীরা কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।

বুধবার প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে কোটা সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা নিয়ে আপত্তি প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীদের কয়েকজন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পরিচয় দেয়া আলিম খান বিবিসি বাংলাকে জানান, প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই ভাষণে তিনি কোটা বাতিল হবে এমন কোন ঘোষণা দেননি। আলিম খান বলেন, “প্রধানমন্ত্রী একদিকে বলছেন শিক্ষার্থীদের শান্ত

বাংলাদেশে কোটা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

থাকতে, অন্যদিকে পুলিশ, বিজিবি, ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এটা সরকারের ডবল স্ট্যান্ডার্ড।”

প্রবল ছাত্র বিক্ষোভের মুখে বৃহস্পতিবার দুপুরে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, কোটা সংস্কারের পক্ষে সরকার নীতিগতভাবে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। মন্ত্রী বলেছেন, কোটা সংস্কার ইস্যুতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আজকেই আলোচনায় বসতে রাজি সরকার। কিন্তু বুধবার প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনার কোন বিষয় উল্লেখ ছিল না। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন কোটা ইস্যুর শুনানি এগিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। পর্যবেক্ষকরা মনে করেছেন, ছাত্রবিক্ষোভ এমন এক জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যে আলোচনা ছাড়া শুধু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আলোচনার সুযোগ দেখছেন না আন্দোলনকারীরা। কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ফেসবুকে এক বিবৃতির মাধ্যমে সেটি পরিষ্কার করেছেন। ‘শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সহিংসতা চালিয়ে সরকার উদ্ভূত পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এর দায় সরকারেরই। সরকার আলোচনার কোনো পরিস্থিতি রাখেনি’। ‘যদি এখনো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে রাজপথ থেকে সরানো না হয়; যদি হল, ক্যাম্পাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে না দেওয়া হয়, যদি এখনো গুলি অব্যাহত থাকে তাহলে সরকারকেই সম্পূর্ণ দায় নিতে হবে’- লিখেছেন নাহিদ ইসলাম।

তার ভাষ্য হচ্ছে, কেবল কোটা সংস্কার করলেই ফয়সালা হবে না। প্রথমে বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে সরকার দাবি কর্ণপাত করেনি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও দলীয় ক্যাডার দিয়ে আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা করছে। এখন সংলাপের নামে, দাবি আদায়ের নামে নতুন প্রহসন করছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির নামেও কোনো প্রসহন মেনে নেওয়া হবে না।

আন্দোলনের আরেকজন সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ তার ফেসবুক পেজে বলেছেন, ‘খুনের পর খুন করে সরকার কি মেসেজ দিতে চাচ্ছে? এই নৃশংসতার জবাব দেয়া হবে’। এই আন্দোলন যে এখন আর শুধুই আর কোটা বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই সেটিও মনে করছেন অনেকে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকরই ধারণা, এই আন্দোলন তরুণ সমাজের ভেতরে জমতে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। যদিও আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকা শিক্ষার্থীরাএর আগে বলে এসেছেন, তাদের আন্দোলন শুধুই কোটা সংস্কারকে কেন্দ্র করে। এর সাথে অন্যকিছুর সম্পর্ক নেই। আন্দোলনকারীদের অনেকেই মনে করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের মাধ্যমে ছাত্রদের আপাতভাবে শান্ত করা চেষ্টা হয়েছিল। “একদিকে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা হচ্ছে, অন্যদিকে তিনি ভাষণ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করছেন। এটা স্ববিরোধী,” বলেন মি. আহমেদ।

প্রায় দুসপ্তাহ আগে যখন কোটা-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল তখন সেটি বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন সেখানে কোন হস্তক্ষেপ করেনি। আন্দোলনকারীরাও সহিংস পথে যায়নি। কিন্তু এই আন্দোলন আকস্মিকভাবে সহিংস হয়ে উঠেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সাদেকা হালিম মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে যতটুকু সম্ভব তার সবটুকুই বলেছেন। আদালতের বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সরাসরি কিছু বলা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের প্রধান হিসেবে ওনার পক্ষে কোটা বাতিল করার ঘোষণা দেয়া সম্ভব নয়, কারণ বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট সামনে রয়েছে। “সরকার প্রধান হিসেবে তিনি পরিষ্কার ইন্ডিকেশন (ইঙ্গিত) দিয়েছেন আদালতের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে যাবে না,”। তিনি বলেন “প্রথম দিকে আন্দোলন শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যতো দিন গড়াতে শুরু করলো তখন অন্য উপাদান ঢুকে পড়লো। এরপর আন্দোলনের রং বদলে যেতে শুরু করেছে,” বলেন অধ্যাপক সাদেকা হালিম।

- বিবিসি নিউজ বাংলা

মুক্তিযোদ্ধারাজাকারের লড়াই!

(শেষ পাতার পর) লিগ্যাসি ধারন করে চলছে, মেধার দৈন্যতা, বিশেষ করে নারীরা পিছিয়ে, প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গরা প্রতিযোগীতায় পারে না- তাদের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোটার ব্যবস্থা থাকতে পারে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান বা নাতিপুতিদের জন্য বংশানুক্রমে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে কোন যুক্তিতে আমার বোধগম্য না। তারা কি মেধাশুণ্য, তারা কি প্রতিবন্ধী, তারা কি সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী! বাপ দাদা যুদ্ধ করেছে শুধু এই কারনে মেধা থাক না থাক যোগ্যতা থাক না থাক বংশানুক্রমে তাদের জন্য তিরিশ পার্সেন্ট চাকুরি বরাদ্দ রাখতে হবে, এটা কোন ধরনের যুক্তি! হ্যাঁ, কিছু কোটা থাকতে পারে, যেমন নারী বা পিছিয়ে পড়াদের জন্য আছে। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতি হলেই তারা মেধাবী হবে যোগ্য হবে সবক্ষেত্রে এমন নাও হতে পারে। তাদের জন্য পাঁচ সাত পার্সেন্ট কোটা রেখে দিলে কেউ কিছু বলবে বলে তো আমার মনে হয় না।

২০১৮ সালে যখন নুররা আন্দোলন করলো তারা এই সংষ্কারই চেয়েছিল। কিন্তু ভেজালটা বাঁধলো প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া এককভাবে পুরো কোটা ব্যবস্থাই বাতিল করে দিলে। সংসদে কোন প্রস্তাব আসলো না, আলোচনা হলো না, এক ঘোষনায় কোটা বাতিল। আন্দোলনকারিরাও বেকুব বনে গেল। সেদিন যদি প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া ওভাবে পুরো ব্যবস্থাই বাতিল না করে সংষ্কার করে দিতেন তাহলে আজ নতুন করে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। সরকার প্রধানের ঘোষনা বাস্তবায়নে সার্কুলার জারী হলো। যথারীতি আদালতে তা চ্যালেঞ্জ। এতদিনে এলো রায়। তারপর তো এই অবস্থা।

ইস্যুটা নিয়ে বিভিন্নজনের কথাবার্তা আলাপ আলোচনায় আমি যা বুঝলাম, একটা তো হচ্ছে কোটার পরিমানটা তুলনামূলক বেশী হয়ে গেছে। একেবারে তিরিশ পার্সেন্ট। দ্বিতীয় হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতি। ক্ষোভটা বেশী করে পুঞ্জিভূত হয়েছে ইদানীংকালে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বা ভূয়া মুক্তিযোদ্ধার ছড়াছড়ির কারনে। সরকারি হিসাবমতে বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা নাকি সাড়ে তিন লাখ! এদের ৫৫ হাজারের বয়স আর স্বাধীনতার বয়স নাকি এক। হাজার দুয়েক আছে যাদের জন্মই ’৭১এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর। একজনের খবর পাওয়া গেছে যার বাপ মা’র বিয়ে হয়েছে দেশ স্বাধীনের সাত বছর পর! এসব নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য নাই। ফলে ধারনা করা হয় সরকারের লোকেরাই মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় আত্মীয় পরিজন বা টাকার বিনিময়ে লোকজনের নাম ঢুকিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে দিয়েছে।

রণাঙ্গনে যিনি যুদ্ধ করেন তিনিই যোদ্ধা। স্বাধীনতার পর পর এই যোদ্ধারাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ’৭১এ ভারতে পালিয়েছিলেন এক কোটির মত। এরা সবাই যুদ্ধে যান নাই বা মুক্তিযোদ্ধার খাতায় নাম লেখান নাই। স্বাধীনতার পর ভারতীয় বাহিনীর দেওয়া তালিকা অনুযায়ী তাদের কাছে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ৬৯ হাজারের মত। এ ছাড়া বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনীগুলো এবং দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের মত করে যুদ্ধ করেছেন- এমন সব মিলিয়ে লাখখানেক হতে পারেন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গা পরিবর্তন করলে সে সময় যুদ্ধে সহায়তাকারি অনেকে যেমন গায়ক নায়ক অভিনেতা স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসা সেবা দানকারি সাংবাদিক বেতার কথক সংবাদ পাঠক মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তা কর্মচারিরাও মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যান। তালিকা বাড়ে। মজার ব্যপার হচ্ছে আজ তেপ্পান্ন বছর ধরে সেই তালিকা শুধু বেড়েই চলছে! একদিকে বয়সের কারনে রোগেশোকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা চলে যাচ্ছেন, পাশাপাশি ‘খট্টযোদ্ধারা’ তালিকায় ঢুকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যাচ্ছে! তাদের জন্য মাসিক ভাতাসহ রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা!

আপত্তিটা এখানেই। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মানুষের সম্মান শ্রদ্ধার ঘাটতি নাই। তাদের সন্তানরা বিভিন্ন ধরনের কোটা সুবিধা ভোগ করেছে, কারও কোন কথা ছিল না। কিন্তু ভূয়ারা গলায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দাপিয়ে বেড়াবে জেনেশুনে এটা কেউ মানতে পারে না। কথাটা এখানেই- খট্টযোদ্ধারা (’৭১সালে যারা নিরাপদে থেকে সন্তান পয়দা করেছে, যুদ্ধে না গিয়ে খাটযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বা সোনাগাছির খাটযোদ্ধা) যেহেতু কোন মুক্তিযোদ্ধাই নয়, তাদের সন্তান বা নাতি-পুতিরা রাষ্ট্রের কোন সুযোগ সুবিধা পেতে পারে না। কোটা সুবিধাও না।

ছেলেরা আন্দোলন করছে, সেটা তারা করতেই পারে। ক্ষোভ তাদের থাকবে। এটা কোন সরকার পতনের আন্দোলন না। তারপরও বিরোধী দল নিধনের কায়দায় তাদের ওপর হেলমেট বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, গুলী চালিয়ে এর মধ্যে লাশও ফেলা হ□য়েছে। আদালতের ঘাড়ে বন্দুক না চাপিয়ে বা পুলিশ ছাত্রলীগ না লেলিয়ে দিয়ে সরকার দায়িত্বশীল অভিভাবকের মত তাদের সাথে আলোচনা করে খুবই শান্তিপূর্ণভাবে একটা সমঝোতায় আসতে পারতো। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া একটা পক্ষ নেয়ায় পরিস্থিতি ভিন্নখাতে মোড় নিয়েছে। গুলী করে ছাত্র হত□্যা করায় পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। একটি মুষ্ঠিমেয় কায়েমী স্বার্থবাদী মহল যারা এতদিন চেতনার বড়ি খাইয়ে মানুষকে অচেতন করে রেখে দুই হাতে লুটপাট চালিয়েছে মূলত: এই অপশক্তিটিই চটজলদী ইস্যুটাকে মুক্তিযোদ্ধা-রাজাকারের লড়াই বানিয়ে পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে ফেলেছে! কিছু বুদ্ধিজীবি বা পরজীবিকেও দেখলাম তাতে শামিল হয়ে বাতাস দিচ্ছে! একবারও কেউ ভেবে দেখলো না এর অর্থ কি দাঁড়ায়!

কোটা সংস্কারের দাবীতে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অসম্মানের কিছু দেখি না। অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাও বলেছেন তাদের বংশধরদের জন্য কোটার দরকার নাই। তাদের ছেলেপুলে নাতি-নাতনীরা যথেষ্ঠ মেধাবী। তাহলে কারা এর বিরোধীতা করছে, কারা আন্দোলনকারিদেরকে লাঠিপেটা করছে! গুলী করছে! একের পর এক মায়ের কোল খালি করছে! তারা কাদের সন্তান, কাদের নাতিপুতি!

কোটা সংস্কার আন্দোলন কোন পথে যাচ্ছে

আলী রীয়াজ

গত কয়েক দিনে সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে শক্তি প্রয়োগের বাইরে আর কিছুই দেখা যায় না। সম্ভবত রংপুরে আবু সাঈদকে লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি ছোড়ার ভঙ্গির মধ্যেই সরকারের কৌশল প্রতিভাত হয়েছে। আগের যেকোনো বিক্ষোভের ঘটনার সমস্তবিরোধী দলের ডাকা সমাবেশ কিংবা শিশু-কিশোরদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন যা-ই হোক- যা হয়েছে, দেখা গেছে যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে কিংবা তাঁদের জ্ঞাতসারে বন্দুক উঁচিয়ে গুলি নিক্ষেপ করছে এমন ব্যক্তি, যার পরিচয় খুঁজে বের করতে হয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপরে পুলিশ ও ছাত্রলীগের কর্মীদের হামলা, সাধারণ শিক্ষার্থীদেও সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ এবং বিরাজমান ইস্যুতে সরকারের অনমনীয় মনোভাবের কারণে গত কয়েক দিনে কমপক্ষে সাতজন নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সামনের দিনগুলোতে কী ঘটবে, তা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কোন পথে অগ্রসর হবে, সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে, তা কারও কাছেই স্পষ্ট নয়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য গত ১৭ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া ভাষণ যে শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করতে পারেনি, সেটা সহজেই লক্ষণীয়, আন্দোলনকারীরা তাঁদের কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন। পরদিন বৃহস্পতিবার তাঁরা কমপ্লিট শাটডাউন (সর্বাত্মক অবরোধ) কর্মসূচি ঘোষণা করেন। রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকাসহ দেশজুড়ে অনেক জায়গায় আন্দোলনকারীরা রাস্তায় নেমে এসেছেন। আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে।

শিক্ষার্থীরা যখন প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করছিলেন, সেই সময়ে এবং গত রোববার সংবাদ সম্মেলনে যা বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে তার বাইরে কিছুই বলা হয়নিআদালতের মাধ্যমে সমাধান না আসা পর্যন্ত সরকারের কিছু করার নেই। আগেও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, একইভাবে এখনো এই কথা বলা যায় যে সরকার এ কথাগুলোই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে বলতে চাইছে না কেন? আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে সরকার উদ্যোগী হয়ে আইনের সংস্কার করেছে এমন উদাহরণ আছে। ফলে নির্বাহী বিভাগের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের পথ আগেও ছিল, এখনো আছে।

এর জন্য আদালতের অপেক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। তদুপরি আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করার কথা কেন রোববার রাতে এবং সোমবার সারা দিন ছাত্রলীগ কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য হলো না? তাঁরা কেন প্রধানমন্ত্রীর রোববার রাতের বক্তব্য অগ্রাহ্য করলেন কিংবা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কেন সোমবার ছাত্রলীগ জবাব দিতে প্রস্তুত বলে কার্যত নির্দেশ প্রদান করলেন, সেটাও বিবেচ্য।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, 'ছাত্রসমাজ উচ্চ আদালত থেকে ন্যায়বিচারই পাবে, তাদের হতাশ হতে হবে না।' এই আশাবাদকে সরকার-সমর্থকদের কেউ কেউ 'ইঙ্গিত' বলে বর্ণনা করছেন, যা সব বিবেচনায়ই উদ্বেগের বিষয়।

গত কয়েক দিনে সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে শক্তি প্রয়োগের বাইরে আর কিছুই দেখা যায় না। সম্ভবত রংপুরে আবু সাঈদকে লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি ছোড়ার ভঙ্গির মধ্যেই সরকারের কৌশল প্রতিভাত হয়েছে। আগের যেকোনো বিক্ষোভের ঘটনার সমস্তবিরোধী দলের ডাকা সমাবেশ কিংবা শিশু-কিশোরদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন যা-ই হোক- যা হয়েছে, দেখা গেছে যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে কিংবা তাঁদের জ্ঞাতসারে বন্দুক উঁচিয়ে গুলি নিক্ষেপ করছে এমন ব্যক্তি, যার পরিচয় খুঁজে বের করতে হয়।

সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিস্তল নিয়ে হামলায় অংশ নেওয়া যুবক হাসান মোল্লাই সরকারের রাজনৈতিক কৌশল। এই কৌশলের আসল কথা হচ্ছে বল প্রয়োগ করে দমিয়ে দেওয়া। এভাবে সাময়িক সাফল্য অর্জনের ইতিহাস আছে। কিন্তু জনগণের মধ্যে ভয়ের বিস্তার ঘটানোর এই চেষ্টা একসময় ভেঙে পড়ে। এর কিছু লক্ষণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের টিকে থাকার ক্ষমতা, তাঁদের দেওয়া স্লোগানের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'আমাদের অস্তিত্বের প্রতি হামলা এসেছে, হুমকি এসেছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে। কাজেই আপনারা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রস্তুত হয়ে যান।' তার মানে সামনে সহিংসতার আশঙ্কা রয়েছে বা সরকার তেমন মনে করছে। শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়াভিত্তিক আন্দোলন কেন ৭৫ বছর ধরে সব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে টিকে থাকা দল আওয়ামী লীগের জন্য অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি করতে পারে, সেটা কি ক্ষমতাসীনেরা বুঝতে পারছেন? এ ধরনের বক্তব্য যে ইতিমধ্যে সৃষ্ট সহিংস পরিস্থিতিকে আরও বেশি সংঘাতময় করবে, সেটা যেকোনো ব্যক্তিই বুঝতে পারেন। এগুলো এই ধারণাই দেয় যে সমস্যার সমাধান নয়, সরকারের লক্ষ্য সম্ভবত শিক্ষার্থীদের শায়েস্তা করা।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের হলগুলো থেকে বের করে দেওয়া। এ বিষয়ে সরকারের আগ্রহ এতটাই ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ইউজিসির এই এখতিয়ার আছে কি না, সেটাও ভেবে দেখার সময় হয়নি।

শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিন্ডিকেট ডেকে আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে সেখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সভাগুলোর সংবাদের সূত্রে জানা গেল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা ক্যাম্পাসেই আছেন। ক্যাম্পাসে দিনে এবং রাতে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ বা পুলিশি অভিযানের সময় উপাচার্য বা প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কাউকেই দেখা যায়নি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের প্রাঙ্গণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যখন আক্রান্ত হয়েছেন, উপাচার্য তখনো তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। আন্দোলন দমানোর কৌশল হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় খালি করে দেওয়ার এই কৌশল পুরোনো, জেনারেল এরশাদের শাসনের সময় এর পুনঃপুন ব্যবহার হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা বিধানের চেয়ে ক্যাম্পাসে যখন সংঘাত চলছে, পুলিশ ক্রমাগতভাবে হামলা করছিল, সেই সময়ে তাঁদের হল ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা হল ছাড়তে অস্বীকার করায় পুলিশি অভিযানের হুমকির মাধ্যমে তাঁদের বের করে দেওয়া হয়েছে।

বুধবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে, তাকে উপহাস বললেও সামান্যই বলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে 'সিন্ডিকেটের নির্দেশনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে' শিক্ষার্থীরা 'শান্তিপূর্ণভাবে আবাসিক হল ত্যাগ' করায় তাঁদের ধন্যবাদ জানানে হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের 'সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা' করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় বুঝতে পারে যে মঙ্গল কামনা করাই তাঁদের কাজ নয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য তাদের ভূমিকা আছে। তারা সেই ভূমিকা পালন করেছে কি না, এখন করছে কি না, সেটা তারা নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখতে পারে। শিক্ষার্থীদের মঙ্গল চাইলে এই সংকটের সময় কী করত, সেই তালিকা খুব দীর্ঘ নয়, দরকার ছিল তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। শুধু তা-ই নয়, অতীতেও তারা যদি মঙ্গল চাইত, তবে গত বছরগুলোতে অন্তত গেস্টরুম/গণরুমের বিপক্ষে ব্যবস্থা নিত, হলগুলোকে কার্যত ছাত্রলীগের হাতে সঁপে দিত না। সাধারণ শিক্ষার্থীরা যে হলে জিম্মি জীবন যাপন করেন, সে কথা বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কর্তৃপক্ষ জানত না, তা হতে পারে না। তাদের এই ভূমিকা, দলের জন্য ভালো হয়েছে না তাদের জন্য; সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, কিন্তু এর পরিণতি যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থী কারও জন্যই ভালো হয়নি, তা গত কয়েক দিন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অবস্থা থেকে বোঝা যায়।

প্রায় দেড় দশক ধরে এককভাবে হলগুলো তাঁদের কবজায় রেখে ছাত্রদের বাধ্য করা হয়েছে তাঁদের সভা-সমাবেশ যোগ দিতে, তাঁদের কথায় চলতে। এখন ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের নেতাদের হল থেকে বের করে দিয়েছেন, তাঁদের রুমগুলোতে ভাঙচুর হয়েছে। এই পরিস্থিতির শিকার যে প্রকৃত শিক্ষার্থীরা হননি তা নয়। ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অবস্থা অব্যাহত রাখার কাজে যে ভূমিকা রেখেছে, তার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে।

সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি যেখানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, যেখানে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, শক্তির জোরে দমনের যে পথ বেছে নেওয়া হয়েছে, তা গভীর সংকটের ইঙ্গিত দেয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দায়িত্ব কেবল শিক্ষার্থীদের নয়; এই দায়িত্ব শিক্ষকদের, নাগরিকদের।

লেখক: ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি

এই লাখোকোটি মানুষকে এখন কী জবাব দেবেন আপনারা

আমিনুল ইসলাম

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা বেশ কিছুদিন ধরে কোটা সংস্কারের জন্য আন্দোলন করে আসছেন। জগতের বেশির ভাগ দেশেই অনগ্রসর মানুষদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোটার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেটা সহনীয় পর্যায়ে। সেখানে মেধারও মূল্যায়ন হয়। দেশের শিক্ষার্থীরা ঠিক সে জায়গাতেই আন্দোলন করছেন। তাঁরা কোটা বাতিল নয়, সংস্কারের কথা বলছেন। যাতে মেধার সঠিক প্রয়োগ তাঁরা করতে পারেন চাকরির ক্ষেত্রে। তাঁদের হয়তো মনে হয়েছে, চাকরির ক্ষেত্রে একধরনের বৈষম্য বিরাজ করছে। যে বৈষম্যের কারণে তাঁরা হয়তো মেধার ভিত্তিতে চাকরিটা পাচ্ছেন না।

কোটা নিয়ে ২০১৮ সালে একবার আন্দোলন হয়েছিল। সে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার শিক্ষার্থীদের দাবি মেনেও নিয়েছিল। এরপর আদালতের একটি সিদ্ধান্তের কারণে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব। যদিও সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা বলছেন, তাঁরাও কোটা সংস্কারের পক্ষেই রয়েছেন। কিন্তু আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একধরনের সংশয় তৈরি হয়েছে যে সরকার এই বিষয়ে আদৌ আন্তরিক কি না! এ কারণে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে পৃথিবীর যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে এমনটি আশা করাই যায়। কিন্তু আমরা কী দেখলাম?

আমরা দেখলাম, সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মিলে উল্টো আন্দোলনকে দমন করার একধরনের হার্ডলাইনে গিয়েছে। সরকারের অনুগত ছাত্রবাহিনী ও পুলিশ মিলে ছাত্রদের ওপর হামলা করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুরো দেশবাসী লাইভে দেখল রংপুরে পুলিশের গুলিতে কীভাবে একজন ছাত্র মারা গেল। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন মারা গেছেন। অনেকে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

গত ১৭ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতির উদ্দেশে ভাষণ আন্দোলনকারীদের শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করতে পারেনি। ফলে আন্দোলনকারীরা কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন। আজ বৃহস্পতিবার তাঁরা কমপ্লিট শাটডাউন (সর্বাত্মক অবরোধ) কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

ঈরদিন বৃহস্পতিবার রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকাসহ দেশজুড়ে অনেক জায়গায় আন্দোলনকারীরা রাস্তায় নেমে এসেছেন। আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। রাজধানীতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কর্মসূচিতে পুলিশ হামলা চালিয়েছে। ঢাকা শহরসহ গোটা দেশের অনেক জায়গায় সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন নিহতের ঘটনার খবর দিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলো। আহত হয়েছেন অনেকে।

এর আগে ১৬ জুলাই রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু সাঈদ নামের যে ছেলেটিকে গুলি করে মারা হলো, তিনি হয়তো স্বাধীন দেশের পুলিশ বাহিনীকে বিশ্বাস করেছিলেন। তাই হয়তো বুক পেতে দাঁড়িয়ে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সবার সামনে ছিলেন। কিন্তু তাঁর বুকটা ঝাঁজরা করে দিল একটি স্বাধীন দেশের পুলিশ। গুলিগুলো যেন সাঈদের বুকে নয়, এসে লেগেছে দেশের লাখো, কোটি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের বুকে। এই লাখো, কোটি মানুষকে এখন কী জবাব দেবেন আপনারা? কেন সাঈদের বুক এভাবে ঝাঁজরা করা হলো? তাঁর অপরাধটা কী ছিল? তিনি তো নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করছিলেন। তিনি তো কোনো ব্যক্তিস্বার্থের জন্য আন্দোলন করছিলেন না। এই দেশের শতকোটি টাকা মেরে দিয়ে এনবিআরের মতিউর রহমান বুক চিতিয়ে এই জনপদে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। না তাঁকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, না তাঁকে কোনো হয়রানির শিকার হতে হয়েছে।

বিসিএসের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে কোটিপতি বনে যাওয়া আবেদ আলীরা এই জনপদে নিশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁদের সন্তানেরা নিজেদের দানবীর-জনদরদি প্রচার করে গেছেন। সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা বেনজীর এই দেশের সাধারণ মানুষের হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়ে বিদেশে আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করছেন। এঁরা হয়তো দূর থেকে সাঈদকে দেখে উপহাস করে বলছেন, দেখলে তো তোমাকে মরতে হয়েছে। আমরা দিব্যি আরাম-আয়েশে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি।

গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তান সাঈদ পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়েছেন। ক্লাস এইটেও বৃত্তি পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে পড়াশোনা করছিলেন। এই মেধাবী ছাত্রকে নিশ্চয় চাকরি পেতে খুব বেশি বেগ পেতে হতো না। এরপরও তিনি আন্দোলনে গিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে।

সাঈদের বুক হয়তো ঝাঁজরা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোটি মানুষের বুকে যে ক্ষোভের জন্ম হয়েছে, সে ক্ষোভ কি আপনারা দমন করতে পারবেন? ক্যাম্পাসে পুলিশ, বিজিবি নামিয়ে ছাত্রদের মনে যে ক্ষোভের জন্ম হয়েছে; সেই ক্ষোভ কি দূর করতে পারবেন? ইতিহাস থেকে আপনারা কি কোনো শিক্ষা নেননি?

পাকিস্তানী আর্মি কি পেরেছিল? এরশাদ কি পেরেছিল? সমস্যা হচ্ছে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নিতে চায় না। ক্ষমতার দম্ভ পেয়ে বসেছে আপনাদের। প্রজন্মের ভাষা আপনারা বুঝতে পারছেন না। এই ছেলেমেয়েগুলো একসময় বড় হবে। দেশের বড় বড় জায়গায় দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। তাঁরা কি এক জীবনে এ ঘটনা ভুলতে পারবে? তাঁরা কি আদৌ পারবে আপনাদের আর বিশ্বাস করতে?

গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তান সাঈদ পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়েছেন। ক্লাস এইটেও বৃত্তি পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে পড়াশোনা করছিলেন। এই মেধাবী ছাত্রকে নিশ্চয় চাকরি পেতে খুব বেশি বেগ পেতে হতো না। এরপরও তিনি আন্দোলনে গিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে।
সাঈদের বুক হয়তো ঝাঁজরা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোটি মানুষের বুকে যে ক্ষোভের জন্ম হয়েছে, সে ক্ষোভ কি আপনারা দমন করতে পারবেন? ক্যাম্পাসে পুলিশ, বিজিবি নামিয়ে ছাত্রদের মনে যে ক্ষোভের জন্ম হয়েছে; সেই ক্ষোভ কি দূর করতে পারবেন? ইতিহাস থেকে আপনারা কি কোনো শিক্ষা নেননি?

সাইদ তো বিশ্বাস করে বুক পেতে দিয়েছিলেন। সেই বিশ্বাসের বলি হতে হয়েছে তাঁকে। এরপর আর কেউ আপনাদের বিশ্বাস করতে চাইবে? কী করে আপনারা একটা পুরো প্রজন্মের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবেন?

পুলিশ নামিয়ে দিয়ে ছাত্র হত্যা করার যে জঘন্যতম অপরাধ আপনারা এর মধ্যেই করে বসেছেন; সে অপরাধের দায় একদিন না একদিন আপনাদের মেটাতেই হবে। এই দায় থেকে আপনারা কোনো দিনও মুক্তি পাবেন না। এ অপরাধ আপনাদের কুরে কুরে খাবে।

প্রজন্ম দেখছে এই দেশে মতিউর, আবেদ আলী ও বেনজীরদের অভয়ারণ্য। যেখানে সাঈদদের মতো বীরদের মরতে হয়। এই প্রজন্মই হয়তো একদিন সিদ্ধান্ত নেবেএই দেশ কি বীরদের হবে, নাকি মতিউর, আবেদ আলী ও বেনজীরদের মতো কাপুরুষদের!

লেখক: পিএইচডি, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, এস্তোনিয়ান এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ইউনিভার্সিটি। ই-মেইল:
tutul_ruk@yahoo.com

গুজব না ছড়াতে চাইলে আগে ইন্টারনেট খুলে দিন

সারফুদ্দিন আহমেদ

“বৃহস্পতিবার সারা দেশে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটেছে। মোবাইল খুলে দেশের কোথায় কী ঘটছে, তা পুরোপুরি জানার কোনো উপায় ছিল না। সংবাদমাধ্যমগুলোর ওয়েবসাইটেও ঢুকতে না পারায় পাঠক সংবাদমাধ্যমের অফিসে ও সংবাদকর্মীদের ফোন করে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। শুক্রবার সকাল থেকে কিছু জায়গায়ব্রডব্যান্ড সেবা চালু হলেও তা খুবই ধীরগতির। তবে মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বন্ধই আছে। ফলে একমাত্র টেলিভিশন সম্প্রচার ছাড়া সারাদেশের মানুষ এখনো দেশে কী ঘটছে তা নিয়ে কোনো তথ্য পাচ্ছে না। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢুকতে না পারায় তারা পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই পাচ্ছে না।”

সরকারি মহল থেকে কয়েকদিন ধরে বারবার বলা হচ্ছে, ছাত্র আন্দোলন নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে; গুজবে কান দেবেন না। কিন্তু গুজবে কান না দিয়ে আসলে ঘটনা কী ঘটেছে বা ঘটছে তা যাচাই করব যে মোক্ষম মাধ্যমটা ব্যবহার করে, সেই মোবাইল ইন্টারনেটের ফোর-জি সেবাটাই বন্ধ করে রাখা হয়েছে। গত ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক নয়টা পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বা ওয়াইফাই সংযোগ চালু ছিল। এরপর থেকে সেটিও পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই ঘটনা ঘটে মোবাইল ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও। ফলে সব ধরনের ইন্টারনেট মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারসহ ইন্টারনেটকেন্দ্রিক সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। সংবাদমাধ্যমগুলোর অফিসেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

গত বুধবার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুরে সংঘর্ষে এবং পুলিশ ও সরকারের অনুগত বাহিনীর হামলায় ছয়জন নিহত হওয়ার পর রাত থেকে মোবাইল ইন্টারনেট পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরদিন বৃহস্পতিবার দিনের বেলায়ও দেশের অনেক জায়গায় মোবাইল ইন্টারনেটের গতি ধীরগতির ছিল। তবে ব্রডব্যান্ড বা ওয়াইফাই সংযোগের কারণে মানুষ খবরাখবর জানতে পারছিল। সন্ধ্যার পর হতে ব্রডব্যান্ড ইন্টানেটও ধীরে ধীরে ধীরগতি হতে থাকে। পরবর্তীতে সব ধরনের ইন্টারনেট সেবা একবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সারা দেশে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটেছে। মোবাইল খুলে দেশের কোথায় কী ঘটছে, তা পুরোপুরি জানার কোনো উপায় ছিল না। সংবাদমাধ্যমগুলোর ওয়েবসাইটেও ঢুকতে না পারায় পাঠক সংবাদমাধ্যমের অফিসে ও সংবাদকর্মীদের ফোন করে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। শুক্রবার সকাল থেকে কিছু জায়গায়ব্রডব্যান্ড সেবা চালু হলেও তা খুবই ধীরগতির। তবে মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বন্ধই আছে। ফলে একমাত্র টেলিভিশন সম্প্রচার ছাড়া সারাদেশের মানুষ এখনো দেশে কী ঘটছে তা নিয়ে কোনো তথ্য পাচ্ছে না। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢুকতে না পারায় তারা পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই পাচ্ছে না।

গত দশ বছর ধরে সরকারি প্রভাবের কারণে দেশের অধিকাংশ টেলিভিশন চ্যানেলের দেওয়া খবরের ওপর মানুষের আস্থা কতটা কমেছে, তা না বললেও চলে। এই অবস্থার মধ্যেও অন্তত কিছু নিউজ পোর্টালের দেওয়া তথ্যের ওপর মানুষ ভরসা করে। যে কোনো খবরের সত্যতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে ওই সব নিউজ চ্যানেল মানুষ দেখতে পারে। কিন্তু ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় কোথায় কী ঘটছে তা সঙ্গে সঙ্গে জানার কোনো উপায় নেই। গতকাল সারা দিন ধরে কী ঘটেছে, আজ সকাল থেকে কী ঘটছে তা নিয়ে আমরা মোটাদাগে অন্ধকারে আছি। আর এই অন্ধকারই হলো গুজবের আঁতুড় ঘর। শুধু গুজব নয়, অপতথ্য ও ভুল তথ্যের ছড়াছড়ির দুয়ারও খুলে যায় এ সময়।

সংঘর্ষ ও হামলায় নিহত হওয়ার সংখ্যা একেকজনের কাছে একেক রকম। কোথাও আগুন ধরানো হয়েছে, কোথাও কত জনকে পুলিশ ধরে নিয়ে তা নিয়েও নানা তথ্যের ছড়াছড়ি। এই সব অসমর্থিত ভাষ্য কোনো নিশ্চিত খবর না। তার মানে, এগুলো গুজব বা ভুল তথ্য। এসব ‘গুজবে’ কান দিতে না করা হচ্ছে। তাহলে সত্যিকার খবর জানতে কী আমরা বিটিভি খুলব? তাতে কোনো ফায়দা হবে? এখন তো সেখানেও আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা।

ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঢোকা যাচ্ছে না। খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে না, কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু থাকলেও অনেক জায়গায় সংযোগ পেতে সমস্যা হচ্ছে। শুক্রবার সকালে পত্রপত্রিকাতেও আগের দিনের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা জানা যাচ্ছে একেক রকম। ফলে মানুষের মধ্যে নানা ধরনের বিভ্রান্তি দেখা যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এমন পরিস্থিতির মধ্যে শুনতে হচ্ছে, গুজবে কান দেবেন না।

মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) সচিবালয়ে সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত সংলাপে অংশ নিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগের নানা মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে ‘গুজব ছড়ানো হচ্ছে’ বলে মন্তব্য করে ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছিলেন, এসব অপপ্রচার ও গুজব ঠেকাতে ফেসবুক, টিকটকসহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ার কাছে তাঁরা সহযোগিতা চেয়েছেন। সেই কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা না মিললে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হয়তো সেই ‘ব্যবস্থা’ হিসেবে ফোর-জি ইন্টারনেট ও ব্রডব্যান্ড বা ওয়াইফাই সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব বা অপতথ্য ছড়ায়এ কথা ঠিক। কিন্তু এই অজুহাতে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেওয়াটা তো মাথা ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলার শামিল। কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা নিয়ে গুজব ছড়ালে, সেটি যাচাই করে দেখার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম ইন্টারনেট। ভিডিও বা অডিও কল থেকে ঘটনা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু যখন কোনো তথ্যই পাওয়ার পন্থা সামনে খোলা থাকে না, তখনই গুজব ডালপালা মেলে। তখনই তিল তাল হয়ে যায়।

সরকার কি ভুলে গেছে, ইন্টারনেট সেবা এখন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে? তারা কি জানে না লাখ লাখ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর রুটি-রুজি ইন্টারনেটের সঙ্গে সম্পর্কিত?

নিউইয়র্ক ভিত্তিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অধিকার নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান অ্যাকসেস নাউ এবং ইন্টারনেট বন্ধের বিষয়ে কাজ করা প্ল্যাটফর্ম কিপইটঅন কোয়ালিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের দিক থেকে সারা বিশ্বের জন্য ২০২৩ সাল ছিল সবচেয়ে খারাপ বছর। সহিংসতা, যুদ্ধাপরাধ ও গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ এবং অন্যান্য নৃশংসতা দমন করতে বিভিন্ন দেশের সরকার ইন্টারনেট-সেবা বন্ধ করেছিল। এ তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১ তম। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ভিন্নমত দমনে বাংলাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়েছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন সরকার ২০২৩ সালে যে তিনবার ইন্টারনেট বন্ধ রেখেছে, তা রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন ও বিরোধী দলগুলোর সমাবেশের সময় এবং প্রধানত রাজধানীতে। তবে এবার সারা দেশে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হলো।

২.

হুমায়ূন আহমেদের ‘আজ রবিবার’ নাটকের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে। বড় চাচা ড. আসগরের চরিত্রে ছিলেন আলী যাকের। তিনি জানালা দরজা আটকে ঘরে বসে থাকেন। ঘরের ভেতরে তিনি কী করছেন তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। তিনি ভেতরে কী করেন তাই দেখার জন্য বাড়ির কাজের লোক মতি মিয়ার বিরাট কৌতূহল জাগে। সে দরজার ফুটোয় চোখ রেখে ভেতরে কী হচ্ছে তা দেখার চেষ্টা করে।

ড. আসগর টের পেয়ে ফুটোয় পিচকিরি রেখে মতি মিয়ার চোখে কালি মারেন। তাতেও মতি মিয়া দমে না। ড. আসগর আবার দরজা আটকে দিলে আবারও সে ফুটো ধরে। তিনি মতি মিয়ার এই ‘ফুটো ধরা’ অভ্যাস নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েন। ড. আসগর তাদের বাড়িতে আসা মীরার (সুবর্ণা মুস্তফা) কাছে এর সমাধান চাইলে মীরা তাঁকে ঘরের সব জানালা খুলে রাখতে বলেন। মীরা বলেন, মানুষের কৌতূহল দুর্দমনীয়। তাকে চাপা দিতে গেলে তা আরও বেড়ে যায়। কৌতূহলের প্রশমন না হলেই গুজবের জন্ম হয়।

আমরা গুজব চাই না। গুজবে কান দিতে চাই না। আমরা প্রকৃত তথ্য ও সত্য জানতে চাই। এক্ষুনি ইন্টারনেট খুলে দিন।

লেখক: প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক
ই-মেইল: sarfuddin2003@gmail.com

TiME television

কেরানীগঞ্জ ফাউন্ডেশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

(২৮ এর পাতার পর) ফাউন্ডেশনের বনভোজনে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি এম বাসেত রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও নবাবগঞ্জ এসোসিয়শন ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি গিয়াস উদ্দিন, ট্রাষ্টি বোর্ড প্রধান মোহাম্মদ সোয়েব হোসেন খান ও উপদেষ্টা মোহাম্মদ আজাদ হোসেন, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব সালাউদ্দিন খোকন, সাবেক সভাপতি আরিফ আহমেদ চৌধুরী, ধামরাই উপজেলা সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি পঙ্কজ রায় ও জেবিবিএ'র যুগ্ম সম্পাদক মফিজুর রহমান মফিজ। বনভোজনে বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী 'সেলিম-আলী' প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী সহ মহিউদ্দিন দেওয়ান ও মফিজুর রহমান রুমিও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

এছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক হককথা ও বার্তা সংস্থা ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাবুদ্দীন সাগর, বিশিষ্ট নিউজ প্রেজেন্টার ও উপস্থাপিকা শামসুন্নাহার নিম্মি, এএইচ ড্রীম-১৬ ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা আলী হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সবুজ এবং বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক জোয়াদ হাবিব, প্রধান সমন্বয়কারী আলাউদ্দিন আহমেদ ও সদস্য সচিব কবীর আহমেদ খান সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা বনভোজনে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান।

সাংস্কৃতিক পর্বে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী দম্পতি প্রমি-তাজএ

ফাউন্ডেশনের বনভোজন কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তা ছিলেন: প্রধান পৃষ্ঠপোষক হাজী মুজিবুর রহমান, পৃষ্ঠপোষক আলাউদ্দিন মাহমুদ ও আজম আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক এস আল লিংকন ও কামাল হোসেন রাকিব, সমন্বয়কারী শফিউল আলম, যুগ্ম সদস্য সচিব বাবুল হোসেন সানি, রফিকুল আহমেদ, রুবেল আহমেদ, রনি দেওয়ান, মোহাম্মদ বোরহান খান ও সেলিম ভূইয়া।

সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন

এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে

www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

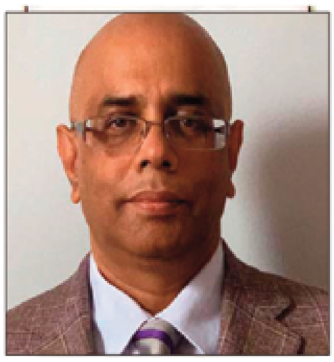

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যুনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যুনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ট্রাম্পের মতোই অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
নির্বাচনী প্রচারণার সময় গত ১৩ শনিবার ডোনাল্ড ট্রাম্প হত্যাচেষ্টা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। তিনি প্রথম সাবেক প্রেসিডেন্ট নন যিনি এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। ১৯১২ সালে থিওডর রুজভেল্টও একইভাবে বন্দুকধারীর আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। রুজভেল্ট গুলিবিদ্ধ অবস্থাতেও তার সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছিলেন।

ছবি: প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্ট

ট্রাম্পের মতোই রুজভেল্ট তখন প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে ছিলেন। রুজভেল্ট গুলিবিদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে তিনজন প্রেসিডেন্ট হত্যার শিকার হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উইলিয়াম ম্যাককিনলে। ম্যাককিনলে নিহত হওয়ার পর রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট হন।

প্রায় দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালনের পর রুজভেল্ট স্বেচ্ছায় প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে গিয়ে ১৯০৮ সালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজি হননি। তবে পরে উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফটের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলে রুজভেল্ট ১৯১২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে টাফটের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেন।

নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে ১৯১২ সালের ১৪ অক্টোবর রুজভেল্ট মিলওয়াকিতে যান। সেখানে জন শ্রাঙ্ক নামের এক ব্যক্তি তার ওপর গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন হামলাকারীকে ধরে ফেলে, কিন্তু রুজভেল্ট উত্তেজিত জনতাকে থামিয়ে দেন এবং হামলাকারীর জীবন রক্ষা করেন।

রিপাবলিকান দলের জাতীয় সম্মেলনে টাফটের কাছে মনোনয়ন হারানোর পর রুজভেল্ট প্রগ্রেসিভ পার্টি নামে আলাদা দল গঠন করেন এবং নির্বাচনে টাফট ও ডেমোক্রেটিক প্রার্থী উড্রো উইলসনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

রুজভেল্টের বয়স তখন ছিল ৫৩ বছর। তার বুকপকেটে চশমার ধাতব খাপ ও ভাঁজ করা ৫০ পৃষ্ঠার বক্তৃতার কপি থাকার কারণে গুলিটি তার বুকে সরাসরি আঘাত করতে পারেনি। রুজভেল্ট বুকে হাত দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখে বুঝতে পারেন তিনি আহত হয়েছেন।

সহযোগীরা হাসপাতালে নিতে চাইলে রুজভেল্ট রাজি হননি এবং বক্তৃতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ৯০ মিনিটের বক্তৃতা দেওয়ার পর হাসপাতালে যান। গুলিটি তার হৃদপিন্ডের কাছে থেমে গিয়েছিল।

হামলাকারী জন শ্রাঙ্ক একাই এই হামলা চালিয়েছিল এবং তিনি কোনো নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত ছিলেন না। শ্রাঙ্ক বলেছিলেন, তিনি রুজভেল্টকে জর্জ ওয়াশিংটনের দুই মেয়াদের প্রেসিডেন্ট থাকার নিয়ম লঙ্ঘন করা থেকে থামাতে চেয়েছিলেন।

গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরেও রুজভেল্ট সেদিন বক্তৃতা দিয়ে অনেক মনোযোগ কাড়লেও নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি। তিনি টাফটের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু রিপাবলিকান ভোট বিভক্ত হওয়ায় উড্রো উইলসনের কাছে পরাজিত হন।

এক স্লিপ

(শেষ পাতার পর) সংযোগ বন্ধ। ফলে নানা গুজব। এসব নিয়ে প্রবাসেও নানা কথা হচ্ছে। সচেতন প্রবাসীরা বলছেন- যৌক্তিক একটি দাবী কেনো মহিরূহ হয়ে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নিলো। কেউ কেউ বলছেন- কোটা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছে ভোটার বিহীন নির্বাচন, বিরোধী দল ও মত দমন, অবাধে দূর্নীতি, দলীয়করণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি পুঞ্জিভূত ক্ষোভ। তারা আরো বলেন- কেউ দেশের কথা ভাবছেন না। আওয়ামী লীগ তার যুক্তিতর্কে আর বিএনপি তার যুক্তিতর্কে কথা বলছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, জামায়াত, রাজাকার, চেতনা এসব শব্দ 'দেশের স্বার্থে নয়, রাজনৈতিক স্বার্থে' ব্যবহৃত হচ্ছে। কথাগুলো গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার?
২১ জুলাই ২০২৪

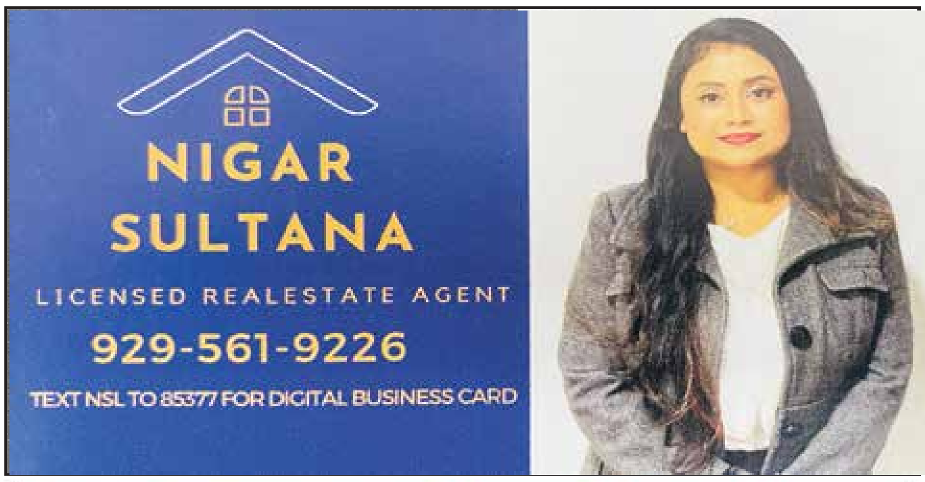

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

আগস্ট ২০২৪ ভিসা বুলেটিন:
ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ষ্টেট (ডিওএস) আগষ্ট ২০২৪ এর ভিসা বুলিটিন প্রকাশ করেছে। নীচে আগস্ট ২০২৪ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। 'ফাইনাল একশন ডেট' বলতে সেই ডেট কে বোঝানো হয় যখন ইউএসসি আইএস। ডিওএস পারিবারিকভাবে আবেদনকারীদের আবেদনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়। আপনাদের প্রায়োরিটি তারিখ হবে ঐ তারিখের পূর্বে। ২০২৪ এর ভিসা বুলেটিন পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে পারিবারিক ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে অল্প কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সর অগ্রাধিকার:
প্রথম:- (এফ ১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা- অক্টোবর ২২, ২০১৫।
দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/ স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্রকন্যা।
এ, (এফ ২ এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান। নভেম্বর ১৫, ২০২১।
বি, (এফ ২ বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টেদের অবিবাহিত পুত্র কন্যা (২১বছর বয়সী অথবা তদুর্ধ)। মে ০১, ২০১৬।
তৃতীয়: (এফ ৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র কন্যা: এপ্রিল ০১, ২০১০।
চুতুর্থ: (এফ ৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন: আগস্ট ০১, ২০০৭।
এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।
উল্লেখ্য যে, ৩১ জানুয়ারী ২০২৪ তারিখে ইউএস সিআইএস ফি পরিবর্তনের আবেদনের জন্য নতুন বিধি ঘোষণা করেছে। ২০২৪ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর করার পক্ষে নতুন ফি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ইউএস সিআইএস'র ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।
পারিবারিক মিলনের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ১৯ আগস্ট ২০২৪ প্যারল-ইন-প্লেস কর্মসূচি শুরু করার লক্ষ্যে ২০২৪ এর ১৭ জুলাই ঐ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে ১৯ আগস্ট ২০২৪ প্যারল-ইন-প্লেস কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। ১৯ আগস্ট ঐ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলে ঐ কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জিত হবে। কর্মসূচিটি ফরেন এ্যাফেয়ার্স ম্যানুয়েলে প্রকাশিত হলে কর্মসূচির বিস্তারিত জানা যাবে অচিরেই। উল্লেখ্য যে, এই তারিখের আগে আবেদন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। এ পর্যন্ত এই কর্মসূচি নিয়ে যা প্রকাশিত হয়েছে তা নিচে দেয়া হলো।

নিম্নে সার সংক্ষেপ দেয় হলো:
আমরা গত মাসেই জানিয়েছিলাম যে, জুন ১৭, ২০২৪-এ ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) ঘোষণা করেছিলো যে, একটি প্রস্তাবিত কর্মসূচি আনডকুমেন্টেড ইউএস সিটিজেনদের নন সিটিজেন স্পাউসকে (স্বামী-স্ত্রীকে) বৈধ স্থায়ী নাগরিকত্ব দিতে (যেমন গ্রীনকার্ড) কিছু বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। ইউএস সিআইএস এই কর্মসূচির অধীনে ইউএস সিটিজেনদের নন সিটিজেন স্পাউসকে (স্বামী-স্ত্রীকে) প্যারল-ইন-প্লেস এর অধীনে তুলে ধরবে। যার মাধ্যমে ইউএস থেকে প্রথমবার যারা বহিস্কৃত হয়েছিলেন তারাও আবেদন করতে পারবেন। আমরা বৈদেশিক রেজিস্টারে আরো বিস্তারিত প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় আছি।

প্যারল-ইন-প্লেস কি?
ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি এ্যাক্ট (আইএনএ) বিশেষ পরিস্থিতিতে কাকে প্যারল মঞ্জুর করা যায় সে ক্ষমতা দিয়েছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারীকে।
প্যারল ব্যবহারের একটি উদাহরণ হচ্ছে, ইউএসএ-তে একজনের এ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস (ফরম আই-৪৮৫) যদি পেন্ডিং থাকে এবং আগাম প্যারল পাওয়ার পর ফরম আই-১৩১ পূরণ করে ইউএসএ ছেড়ে যান এবং তার আবেদন চালু রাখার জন্য এ্যাডভান্স প্যারল নিয়ে ইউএসএ ঢুকেন। মৌলিক অর্থে প্যারল হচ্ছে, সাধারণ অর্থে একটি ইমিগ্রেশন বেনিফিট। অন্য বিদেশী রাষ্ট্রের কোন নাগরিক ইউএসএ'র বাইরে থাকলে নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা ছাড়াই ইউএসএ প্রবেশের কথা বলা হচ্ছে বি ওয়ান/ বি-টু/ এফ আই অথবা এইচ আই।
অতীতে বিভিন্ন প্রেসিডেন্টের প্রশাসনের মেয়াদকালে বেনিফিট দেয়া হয়েছে। প্যারল-ইন-প্লেস অর্থ্যাৎ প্যারল গ্রান্ট করা হয় যিনি সিটিজেনকে প্যারল মঞ্জুর করা যায় এমন সব বিদেশী সিটিজেন যারা ইউএসএ'র ভিতরে স্ব-শরীরে আছেন। এই কর্মসূচি হচ্ছে প্যারল-ইন-প্লেস এবং যাদের ইউএসএ'তে সর্বশেষ প্রবেশে কোন ভ্যালিড ভিসা অথবা প্যারল ডকুমেন্ট ছাড়াই অর্থ্যাৎ কোন ভ্যালিড ভিসা ছাড়াই ছিলো তাদের সর্বশেষ প্রবেশ। একজন স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) যাদের স্পাউস ইউএস সিটিজেন তারা গ্রীন কার্ড লাভের যোগ্য। তবে তারা কেউ এ্যাডজাস্টমেন্ট লাভের জন্য আবেদন করতে পারবেন না (ফরম আই-৪৮৫।

এর কারণ হচ্ছে:
এ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস আবেদনের জন্য প্রয়োজন লিগ্যাল এন্ট্রি অথবা প্যারলে ইউএসএ প্রবেশ। এটাও এক ধরণের সমস্যা অনেকের জন্যই, কেননা তাদের প্রবেশ হচ্ছে অবৈধভাবে। তবে ইউএসএ'তে যাদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) আছে তাদের জন্য ওয়েভার পাবেনা। তাদের জন্য ৩ অথবা ১০ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা থাকবে ইউএসএ প্রবেশের জন্য।
বাইডেন প্রশাসনের যে প্রস্তাবনা যার ফলে স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) যারা ১০ বছর একসাথে স্বশরীরে উপস্থিত আছেন তাদেরকে ১৭ জুলাই থেকে বিরতিহীনভাবে ইউএসএ-তে থাকতে হবে।
এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ষ্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।
ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।
অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com
Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990
* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.
এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।
যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।
আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।
আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে হামলা-হত্যার প্রতিবাদে প্রবাসীদের বিক্ষোভ

(শেষ পাতার পর)

জ্যাকসন হাইটসে প্রতিবাদ সমাবেশ

নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, প্রবাসী নাগরিক সমাজ, নিউইয়র্কের ব্যানারে গত ১৬ জুন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় আয়োজিত সমাবেশ থেকে কোটা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান প্রবাসী বাংলাদেশীরা। সমাবেশ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয় নিহতের ঘটনায়। নিহতদের স্মরণে সমাবেশে গায়েবানা জানাজাও হয়। সমাবেশে অধ্যাপক ড. শওকত আলী, আব্দুল লতিফ সম্রাট, রিটা রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরহাদ খান, গোলাম ফারুক শাহীন, অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সাঈদুর রহমান সাঈদ, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, আহবাব চৌধুরী খোকন, বদরুল হক আজাদ, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে অনুষ্ঠিত গায়েবানা জানাজায় ইমামতি ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন আব্দুল লতিফ সম্রাট। এছাড়াও সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা স্থানীয় ৭৩ স্ট্রীটে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট স্মারকলিপি পেশ

এদিকে গত ১৭ জুলাই, বুধবার দুপুরে বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল অফিসের সামনে সচেতন প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিক-এর ব্যানারে মানববন্ধনের ও প্রতিবাদ সমাবেশের আনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধনে প্রবাসের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা দেশে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নির্যাতন এবং নিহতের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সমাবেশ থেকে কোটা সংস্কারের দাবী মেনে নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয়। অন্যথায় প্রবাসী রেমিটেন্স পাঠানো বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয় তারা। সমাবেশে ফাহাদ হোসেন, ওসমান গনি, আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশ শেষে বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল অফিসে একটি স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়। কনস্যুলেটের ভাইস কনসাল আসিফ স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন।

নিউইয়র্ক কনস্যুলেট ও জাতিসংঘ ভবনের সামনে ব্যাপক সমাবেশ

বাংলাদেশের চলমান কোটা আন্দোলনে সহিংসতায় মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের ব্যানারে নিউইয়র্কে দ্বিতীয় দিনের মতো গত ১৯ জুলাই শুক্রবার ব্যাপক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বাদ জুম্মা নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও জাতিসংঘ ভবনের সামনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশগুলো থেকে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবী জানানো হয়। জাতীয় পতাকা হাতে, বুকে আর মাথায় বেধে, ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে তারা সমাবেশে যোগ দেন।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনসোলেট জেনারেল অফিসের সামনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অভিভাবক, প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষনীয়। সমাবেশকারীরা নানা শ্লোগানের পাশাপাশি কোটা সংস্কারের দাবী মেনে নেওয়ার পাশাপাশি শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন। সমাবেশে যোগ দিয়ে জাতীয় সংসদের সাবেক চীফ হুইপ, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা জয়নুল আবেদীন ফারুক বলেন, দেশের চলমান সার্বিক অবস্থার জন্য বর্তমান শাসকগোষ্ঠী দায়ী। তিনি আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগ করারও আহ্বান জানান।

সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা-কর্মীরাও যোগ দেন। এতে কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, জিল্লুর রহমান ও মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন সহ অন্যান্য নেতারাও বক্তব্য রাখেন। এসময় বক্তারা কোটা আন্দোলনে সহিংসতায় নিহতের ঘটনাকে দুঃখজনক এবং একটা দেশের জন্য লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেন।

অপরদিকে এদিন বেলা তিনটার দিকে জাতিসংঘ ভবনের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে প্রবাসী বাংলাদেশীরা। মুহুর্মুহু স্লোগানের মধ্যে দিয়ে চলে প্রতিবাদ কর্মসূচি। সমাবেশে দেশের এই দুঃসময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সতর্কতার সাথে জনগণের পাশে থাকার অনুরোধ জানান কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা।

এই সমাবেশেও কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, গিয়াস আহমেদ, জিল্লুর রহমান ও মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা জসিম ভুইয়া ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মেরী জোবায়দা সহ প্রবাসী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

হোয়াইট হাউজের সামনে সমাবেশ

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটে বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীরা সমাবেশ করেছেন। গত ২০ জুলাই শনিবার ওয়াশিংটন ডিসি ছাড়াও শিকাগোতে সমাবেশ হয়েছে বলে জানা গেছে।

দেশের চলমান কোটা আন্দোলন নিয়ে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা ও নির্যাতন এবং হত্যার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউজের সামনে প্রবাসী বাংলাদেশীরা মানবন্ধন করেন। এতে ট্রাই স্টেট ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড ও ডিসিতে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী ও বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেন। তারা জাতীয় পতাকা হাতে বেনার ফেস্টুন নিয়ে সরকার বিরোধী নানা শ্লোগান দেয় এবং হত্যা বন্ধ ও ন্যায় বিচার সহ শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় সমাবেশ

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটে বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রতিবাদ, বিক্ষোভ সমাবেশ অব্যাহত রেখেছেন। গত ২০ জুলাই, শনিবার ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়াগোতে সমাবেশ হয়েছে বলে জানা গেছে। ক্যালিফোর্নিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্যোগে স্থানীয় বালবোয়া পার্কে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশকারীরা জাতীয় পতাকা হাতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সরকার বিরোধী নানা শ্লোগান দেয় এবং হত্যা বন্ধ ও ন্যায় বিচার সহ শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন।

ফিলাডেলফিয়ায় সমাবেশ

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের কোটা আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে পেনসেলভেনিয়া ষ্টেটের ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল, ড্রেক্সেল, ইউপেনসহ অন্যান্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ফিলাডেলফিয়ার সিটি হলের সামনে (নর্থ সাইড) সমাবেশ করেছেন। গত ১৭ জুলাই বুধবার বিকেল ছয়টার দিকে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়ার গবেষক এবং ছাত্র আরিফুল ইসলাম, টেম্পল ইউনিভার্সিটি সাবেক শিক্ষার্থী কমকাস্টে কর্মরত গোলাম কায়েস, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বর্তমানে ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটিতে পোস্টডক্টরাল গবেষক আল হেলাল, ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটির ছাত্র আসিফ জামিল, পাবলিক হেলথ স্পেশালিস্ট সাবিহা আফরোজ ফামি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে বক্তব্যে অতি শীঘ্রই বাংলাদেশের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য দাবি যেন মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা আর কোনও লাশ দেখতে চান না। তারা বলেন, যারা এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত তাদেরকে বিচারের আওতায় আনাতে হবে। তারা অবিলম্বে এই নৃশংস হত্যাকান্ডের বিচার এবং অপরাধীদের শাস্তি দাবী করেন।

বাংলা টাউনে কানাডার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ

কানাডায় সমাবেশ

কোটা সংস্কারের দাবিতে বাংলাদেশের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর নীপিড়ন এবং হত্যার প্রতিবাদে টরন্টোয় তিনটি পৃথক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক সংগঠন অন্যস্বর ও অন্য থিয়েটারের উদ্যোগে বুধবার সন্ধ্যায় টরন্টোর শহীদ মিনার চত্বরে মৌন প্রতিবাদ, বাংলা টাউনে কানাডার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। এর আগে বিকেলে শহীদ মিনারে সাধারণ নাগরিকদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশগুলোতে বক্তারা সবধরনের সহিংসতার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানান। তারা ছাত্রহত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে কোটা সংস্কারের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সমাবেশগুলোয় শুরুতে আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

দেশ-বিদেশের সর্বশেষ খবর পেতে ভিজিট করুন আমাদের অনলাইন নিউজ পোর্টালে

www.banglapatrikausa.com

বাহুবল এসোসিয়েশন অফ ইউ এস এ'র যাত্রা শুরু

নিউইয়র্কস্থত " বাহুবল এসোসিয়েশন অফ ইউ এস এ" সমিতির শুভ উদ্বোধন করেন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বারের এক্সিডেন্ট ও ইমিগ্রেশন কেইসে অভিজ্ঞ 'অ্যাটর্নি এট ল ও ডেমোক্রেটিক পার্টির মাননীয় 'ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী । গত ১৪ জুলাই " বাহুবল এসোসিয়েশন অফ ইউ এস এ" এর উদ্বোধন করা হয়।

কোটা সংস্কার দাবীর প্রতি যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণ সমর্থণ ঘোষণা

বিশেষ প্রতিনিধিঃ
বাংলাদেশে চলমান কোটা সংস্কার দাবীর প্রতি যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণ সমর্থণ ঘোষণা করেছে। সংগঠনের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে এই ঘোষণা দেন।

বিবৃতিতে বলা হয়ঃ জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার পক্ষ থেকে বাংলাদেশে আন্দোলনরত ছাত্র ছাত্রীদের কৌটা সংস্কারের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছে। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ছড়াছড়ি, সেখানে কৌটা সংস্কার হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব, তাইতো প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ বলেছিলেন, মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ট সন্তান। জাতীয় পার্টি মনে করে ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট দিয়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অপমানিত করা হচ্ছে। বিবৃতিতে আন্দোলনরত নিরিহ ছাত্রদের উপর পুলিশের বর্বরিত গুলি বর্ষণের মাধ্যমে হত্যার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ এবং হত্যাকারী পুলিশদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবী করা হয়। সাথে সাথে নিহত ছাত্রদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানানো হয়।

বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের সরকার প্রধানের আন্দোলনরত ছাত্রদের ঢালাওভাবে রাজাকারের সন্তান উক্তিরও তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির অন্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন– প্রাক্তন সংসদ সদস্য সহিদুর রহমান, উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, তোফায়েল চৌধুরী, সহ সভাপতি সবির লস্কর, এস এম ইকবাল, সহ সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মাহবুবুর রহমান অনিক, সহ সভাপতি জাফর মিতা, নূর ইসলাম বর্ষন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য আলতাফ হোসেন, এডঃ আব্দুল হাই কাইয়ুম, সাংগঠনিক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নুর, প্রচার সম্পাদক শাহজাহান সাজু, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি ও জাপা'র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল কাদির লিপু, দপ্তর সম্পাদক শক্তি গুপ্তা এবং শ্রম বিষয়ক সম্পাদক রুবেল আহমদ।

স্মরণ

স্মৃতিতে আমার খালা আসমা আব্বাসী

শবনম ফারুকী

আমার খালা আসমা আব্বাসী আমার কচি খালা, হ্যাঁ এই নামেই ডাকতাম তাঁকে। আপনাদের সকলের অতি প্রিয় সুসাহিত্যিক, প্রিয়ভাষিণী আসমা আব্বাসী। একটি চির সজীব আর কচি মন ছিল তাঁর। আমার খালা আসমা আব্বাসী ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক, লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাগ্নি আর খালাদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। তাঁর কর্মময় জীবন সম্পর্কে তো কম-বেশি সবাই জানেন।

আজ তাই আমি বলবো একজন খালা হিসেবে তাঁকে কেমন দেখেছি। সদা হাস্যময়ী, সদা প্রফুল্ল, মমতাময়ী খালা কখনো নেতিবাচক কথা বলতেন না। সকলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন তিনি। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি, তাঁর আদর আর ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছি আমি। তিনি নিউইয়র্কে যতবারই এসেছেন, আমার সাথে দেখা করেছেন ততবারই। খালা-ভাগ্নি কত রাত জেগে গল্প করেছি তার হিসেব নেই। দেশে যখনই গেছি, উতলা হয়ে ফুলের তোড়া নিয়ে এয়ারপোর্টে উপস্থিত খালা বহুবার। তাঁর হাস্যেজ্জ্বল মুখটি দেখে পথের ক্লান্তি দূর হয়ে যেত নিমিষেই। তারপরই আমাকে কি খাওয়াবেন, কি উপহার দেবেন এই চিন্তায় বিভোর খালা। যতই বলি আমার জন্য অত উতলা হয়োনা, কিন্তু কে শোনে কার কথা? ওযে মানে না মানা....টিফিণ ক্যারিয়ার ভর্তি করে কত মজার খাবার, চমৎকার সব উপহার পাঠাতেন তিনি। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল এসব উপহারের সাথে পাঠানো ভালবাসায় ভরা খালার ছোট্ট চিঠি।

আমার মা প্রফেসর সালমা চৌধুরী খালার নাম দিয়েছিলেন 'আনন্দময়ি'। খালা নিউইয়র্কে আসলেই যেন মনে হতো 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে.....'। সত্যি সব আনন্দ-হাসি-গান ফুরিয়ে গেছে আজ। চারিদিক নিশ্চুপ। কচি খালা, তোমার শূণ্যতা যে পুরণ হবে না কখনো।

আসমা আব্বাসীর সাথে লেখিকা শবনম ফারুকী

বাংলাদেশে সহিংসতায় ২ শতাধিক নিহত গ্রেপ্তার ৫ শতাধিক : কার্ফ্যু বলবৎ

পুলিশ ঢাকার সড়কে দুই শিক্ষার্থীকে ধাওয়া করছে।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশ যুবলীগ-ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষের সময় তোলা ছবি।

(প্রথম পাতার পর) রুহুল কবির রিজভীসহ শীর্ষ কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গণঅধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হককেও গ্রেফতার করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা বিবিসি সহ বিভিন্ন সূত্যে এসব তথ্য জানা গেছে।

ঢাকার সিএমএম আদালত সূ জানায়, রোববারের আটক ব্যক্তিদের সোমবার আদালতে হাজির করা হয়েছে। তাদেরকে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় দায়ের করা নাশকতার মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। পুলিশ রিমান্ড না চাওয়ায় তাদের বেশিরভাগকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তবে বিএনপির অল্প কিছু নেতাকর্মীকে রিমান্ডে নেওয়ার জন্য আবেদন করেছে পুলিশ।

কারফিউর মাধ্যমে জনগণকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মুখোমুখি করার অভিযোগ বিএনপি'র

বাংলাদেশের অন্যতম বিরোধী দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, কারফিউ জারির মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে সরকার জনগণকে চরম বিপদ ও দুর্ভোগের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সোমবার (২২ জুলাই) এক বিবৃতিতে তিনি আরও বলেছেন যে, কোটা বিরোধী আন্দোলনে বিএনপি নেতাকর্মীদের কোন ধরনের সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও কাল্পনিক অভিযোগে তাদের হয়রানি করা হচ্ছে।

"শুধু তাই নয়, রিমান্ডে নিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের চরম ও কঠোর নির্যাতন করা হচ্ছে। সার্বিক অর্থে দেশে ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে"। কোটা আন্দোলনে সহিংসতা শুরু হওয়ার পর দলটির কেন্দ্রীয় নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, রুহুল কবির রিজভীসহ কয়েকশো নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'কোটা সংস্কারের যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলনরত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর দলীয় সন্ত্রাস ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নৃশংস হত্যার পাশাপাশি সরকার দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়ে ফ্যাসিবাদী পথ অবলম্বন করে দেশকে ভয়াবহ অরাজকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।'

বিবৃতিতে তিনি বলেন,'সরকার মনে করছে এভাবে জনগণ ও বিএনপিসহ বিরোধী মতের মানুষদের ওপর কঠোরতা বজায় রাখলে তাদের অবৈধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে কেউ টু শব্দ করার সাহস পাবে না।' 'কিন্তু সরকারকে মনে রাখতে হবে যে অন্যায় অবিচার চালিয়ে জনগণের শক্তির কাছে কোন স্বৈরাচার টিকে থাকতে পারেনি। বর্তমান সরকারও টিকে থাকতে পারবে না। সংঘাত, গ্রেফতার ও নির্যাতনের পথ পরিহার করে জনগণের দাবি মেনে নেয়াই উৎকৃষ্ট পন্থা' বলেছেন মি. আলমগীর।

নিখোঁজদের ফিরিয়ে দেয়া ও চারজন মন্ত্রীর পদত্যাগসহ চার দফা দাবি দুই সমন্বয়কের

চার দফা দাবিতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিযয়ে কর্মসূচী ঘোষণা করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুইজন সমন্বয়ক। সোমবার (২২ জুলাই) রাতে ঢাকার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের সামনে আয়োজিত এক ব্রিফিংয় এই চার দফা দাবি তুলে ধরেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসুদ ও মাহিন সরকার। অন্য সমন্বয়কদের পক্ষে এসব দাবি তুলে ধরা হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন।

তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে:

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে জড়িত দেশের যেকোনো প্রান্তের আন্দোলনকারীদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। নিখোঁজ চারজন সমন্বয়কসহ যারা গুম হয়েছে বা নিখোঁজ রয়েছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে দাবি, তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে এবং গণমাধ্যমের সামনে ব্যাখ্যা দিতে হবে, কেন তারা গুম ছিল। সেই সাথে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সমন্বয়কদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে।

'গণহত্যার সাথে জড়িত' মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অব্যাহতি দিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি বিচার বিভাগীয় তদন্ত চলাকালীন সময়ে সড়ক পরিবহন, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা ও আইনমন্ত্রীকে অব্যাহতি দিয়ে তদন্ত করতে হবে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রদের ওপর হামলা হয়েছে, সেসব হামলায় জড়িত ছাত্রলীগের নেতাদের পদ থেকে অপসারণ করে আইনের আওতায় আনতে হবে।

বেঁধে দেয়া ওই সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে বুধবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মুখে কালো পতাকা বেঁধে যে যার অবস্থানে থেকে সারাদেশে এই কর্মসূচী পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন দুই সমন্বয়ক।

যে চারজন সমন্বয়কের নিখোঁজের কথা বলা হয়েছে, তারা হলেন, আসিফ মাহমুদ, আব্দুল কাদের, রশিদুল ইসলাম রিফাত ও আবু বাকের মজুমদার। হাসপাতালে ভর্তি থাকায় নাহিদ ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন না। এছাড়া সারজিস আলম ও হাসনাত আব্দুল্লাহর এই সংবাদ সম্মেলনে আসার কথা থাকলেও আসতে পারেননি বলে জানিয়েছেন দাবি জানানো দুই সমন্বয়ক।

কারাগারের লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে ৫০ হাজার টাকা

(প্রথম পাতার পর) জানান, জঙ্গি ও অপরাধীরা যাতে ছাড়া পায়, সেজন্য একটি মহল পরিকল্পিত নৃশংসতা চালিয়েছে। এসব অপকর্মে যারা লিপ্ত তারা কেউ রেহাই পাবে না।

কারাগারে হামলাকে একটি নজিরবিহীন ঘটনা উল্লেখ করে পালিয়ে যাওয়া বন্দীদের স্বেচ্ছায় আত্মসমপণের আহবান জানান পুলিশ প্রধান।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া

(প্রথম পাতার পর) সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে কোনও সহিংসতার নিন্দা জানাই। আমাদের দূতাবাস এবং ওয়াশিংটনের কর্মকর্তারা আন্দোলন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন, আন্দোলনে মানুষের মৃত্যুর খবর, নিহত হওয়ার খবর দেখছেন। এবং আমরা, আবারও শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার জন্য মানুষের অধিকারকে সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।'

আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা

(শেষ পাতার পর) কাছে। সেসব দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত, দেশব্যাপী চলমান কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচী চলবে।” সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে যেসব দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- গত কয়েকদিনে বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুর ঘটনায় বিচার, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাহার, সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের মুক্তি, দ্রুত ইন্টারনেট সেবা চালু ও ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা। সমন্বয়কদের কয়েকজন বলছেন, এসব দাবি পূরণ না হলে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। কোটা আন্দোলনের আরেক সমন্বয়ক আসাদুল্লাহ আল গালিব বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, “আদালতের সাথে আমাদের দাবির কোন সম্পর্ক নেই। নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে কোটা সংকটের সমাধান করতে হবে”। অন্য আরেকজন সমন্বয়ক আব্দুল কাদের বলেছেন, ‘সর্বোচ্চ আদালতের রায় আমাদের কাছে অস্পষ্ট মনে হয়েছে। এখানে সকল প্রকার কোটার বিষয়ে সুস্পষ্ট সমাধান নেই।’ আরেকজন সমন্বয়ক আরিফ সোহেল বলেছেন, ‘আটককৃতদের মুক্তি দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তখন আমরা যোগাযোগ করে একটি সম্মিলিত দাবি-দাওয়া উত্থাপন করতে পারবো।’

কোটা সংস্কার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা

বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে

(শেষ পাতার পর) প্রবাসী গোষ্ঠী।
ওয়াম জানিয়েছে, ওই ৫৭জন বাংলাদেশির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে তারা ‘বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন রাস্তায় বড় আকারের মিছিল সংগঠিত করেছিল’। এর ফলে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আইন প্রয়োগের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি বিপন্ন হয় বলেও অভিযোগ আনা হয়। শুনানিতে এও বলা হয় যে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সতর্ক করেছিল, তাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু অভিযুক্তরা সাড়া দেয়নি।
ওয়াম জানিয়েছে, আদালত আসামিদের বক্তব্য খণ্ডন করে জেলের নির্দেশ দেয় এবং সাজা শেষ হওয়ার পরে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে দুবাইয়ের দূতাবাস রোববার (২১ জুলাই) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে নাগরিকদের স্থানীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগ থেকে আইরীন পারভীনের পদত্যাগের

(শেষ পাতার পর) পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। টাইম টেলিভিশনের প্রতিদিনের জনপ্রিয় টক শো ‘টাইম এক্সক্লুসিভ-এ লাইভ অনুষ্ঠানে রোববার রাতে যোগ দিয়ে তিনি বিবেকের তাড়নায় তার পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানান। এসময় তিনি ‘রাজাকার’ প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সেতু ও যোগাযোগমন্ত্রী, দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যেরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন তাদের বক্তব্যের কারনেই ছোট আন্দোলন বড় আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা আমরা বাবা আলহাজ ফৈয়াজ আলী, আমি সংগঠনের শুরু থেকেই জড়িত। তাই আমরা ভলোবেসেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আওয়ামী লীগ করি, কোন স্বার্থে নয়। তার সিদ্ধান্তের কারণে দলের পক্ষ থেকে বিরূপ পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে পারেন বলেও তিনি আশংকা প্রকাশ করেন।
আইরীন পারভীন তার বক্তব্যে কোটা আন্দোলনে নিহতদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং দ্রুত সম্ভব শিক্ষার্থীদের দাবী-দাওয়া মেনে নিয়ে দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতিও দাবী জানান।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

(শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি বিক্রির বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভৃতি আচার-আচরণ করে থাকে। তাই বাড়ী ক্রয়ের সময় একজন ভালো, বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টের স্মরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।
নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় আমরা সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফ্রি কনসাটেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

২৩ জুলাই, ২০২৪
মঙ্গলবার
সময়: সন্ধ্যা ৬টা

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের
জাতীয় সংসদে মৌলভীবাজার-৩
(মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর)
আসনের নির্বাচিত মাননীয় সাংসদ

জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান

এর সম্মানে নিউইয়র্কে

গণসংবর্ধনা

স্থান:
গুলশান টেরাস
59-15 37th Avenue, Woodside, NY 11377

ডিনারের ব্যবস্থা থাকবে

সপরিবারে সবার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কাম্য

অনুরোধক্রমে:
মৌলভীবাজারবাসীদের পক্ষে- মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, রাজনগর।
PHONE: 718.344.0841 • EMAIL: NY1TAS@GMAIL.COM

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া সহিংসতা ও দূর্ভোগের চিত্র

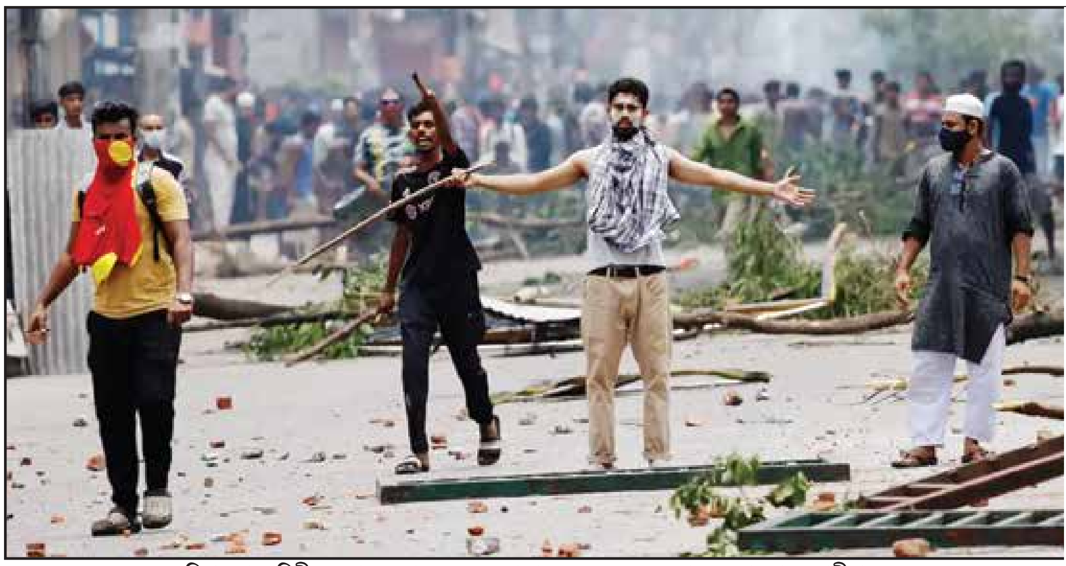

নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া অবস্থানের পরও ঢাকার অনেক সড়কে নামেন আন্দোলনকারীরা।

১৮ জুলাই ঢাকার মহাখালীতে রেলপথের ওপর কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী ও পুলিশের মুখোমুখি সংঘর্ষ

কোটা আন্দোলনে সংঘর্ষে ঢাকায় ব্যাপক গাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শনিবার আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিতে ঢাকার রাস্তায় অবস্থান

শুক্রবার ঢাকায় বিজিবির সঙ্গে সংঘর্ষ চলাকালে আন্দোলনকারীদের দুইজন একটি ধাতব পাত সামনে রেখে অবস্থান নেয়।

কোটা আন্দোলনে ব্যাপক সংঘর্ষের পর সারা দেশে কারফিউ জারির পর ২০ জুলাই শনিবার ঢাকার রাস্তায় অবস্থান নিয়ে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশী চালায় সেনাবাহিনী।

শুক্রবারের সহিংসতা চলাকালে মোহাম্মদপুরে একটি বাস পুড়িয়ে দেয়া হয়।

সারা দেশে কারফিউ জারি, সড়কে বিজিবি'র অবস্থান। পাশে সংঘর্ষের সময় অগ্নিসংযোগে পুড়ে যাওয়া একটি সিএনজি অটোরিক্শা।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সামনে ঢাকার বাড্ডায় হাত ওপরে তুলে সতর্ক চলাফেরা করছেন সাধারণ মানুষ। ছবি শনিবারের।

গত ৪ দিন ধরে ইন্টারনেট নেই, ব্যাংকও বন্ধ। এর মধ্যে কারফিউ জারী তাই দেশে বৈদ্যুতিক প্রি-পেইড মিটারে রিচার্জ করতে না পারায় অনেক বাসা বাড়ি বিদ্যুৎহীন। রবিবার দুই ঘন্টা কারফিউ শিথীল হলে ঢাকার ডেসকো জোনাল অফিসের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রি-পেইড মিটারে রিচার্জ করতে আসা গ্রাহকরা।

কোটা সংস্কারের দাবিতে বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন কলেজ ও জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয় এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে শান্তিপূর্ণ ও স্বতস্ফুর্তভাবে অংশ নেন এবং কোটা সংস্কারের দাবি জানান।
ছবি: Getty images

কোটা সংস্কার আন্দোলনে হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসীদের প্রতিবাদের চিত্র

কোটা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী ও নিউইয়র্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের শিক্ষার্থীদের আয়োজনে ম্যানহাটন সিটির ঐতিহাসিক টাইম স্কয়ারে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। এতে কয়েক হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। সভায় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও হত্যায় জড়িতদের শাস্তি এবং সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী সচেতন নাগরিক সমাজের ব্যানারে 'বাংলাদেশ কনস্যুলেট কার্যালয়ে'র সামনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার দুপুরে।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী ছাত্র-অভিভাবকদের ব্যানারে 'বাংলাদেশ কনস্যুলেট কার্যালয়ে'র সামনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার বিকেলে।

শুক্রবার বিকেলে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সম্মুখে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী-দের ওপর হামলা, নির্যাতন ও নির্বিচারে হত্যার দায়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তাঁর সরকারের পদত্যাগ দাবি করে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনে এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে শনিবার হোয়াইট হাউজের সামনে বিক্ষোভ করেন প্রবাসীরা।

শনিবার ২০ জুলাই ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়াগোতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতিবাদ সমাবেশ

কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনে এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে শনিবার ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউজের সামনে বিক্ষোভ করেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদে ব্রঙ্কসে প্রবাসী নাগরিক সমাজ ইউএসএ'র প্রতিবাদ

আরো ছবি দেখুন ১৯ এর পাতায়

কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনে এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে রবিবার টাইম স্কোয়ারে প্রতিবাদ সমাবেশে বাংলাদেশী প্রবাসীরা।

সাহিত্য সাময়িকী

ডুবে যাচ্ছে

জাহাঙ্গীর ফিরোজ

জেগে থাকা মানে বেঁচে থাকা
ঘুম বুঝি মরণের সহোদর!
জেগে আছি নিয়ে দুঃস্বপ্নের মাছি

রাতের প্রহর গুনি
কুকুরের বুকভাঙা কান্নাও, শুনি
ট্রাকের চিৎকার, স্তব্ধতার হাহাকার
ঘরভাঙা ক্রন্দনের ধ্বনি।

জাগরণে আহরিত কত দৃশ্যবলী!
ক্লান্তির উর্ণনাভ জাল বোনে
জাগরণ ডুবে যায় নিদ্রার বাড়ি
অদ্ভুত ভালো লাগা
ভয় ভয় দেখা হয়

যারা জেগে নেই, যারা জেগে আছে
যারা কাছে যারা সুদূর মেরুতে
একসাথে গুডি ওড়াই নীল মাঠে
উড়তে উড়তে পড়ে যাই, জেগে উঠি

সকালের রোদ্দুর যদ্দুর মনে ছিল
রাতে রেখে এসে খালি হাতে নেমেছি
কল্পতরুর ডাল থেকে বনশ্রীতে

এখানে বনের কোন ছোঁয়া নেই
শুধু কংক্রিট বাসা বানিয়েছে কিছু কীট
আমি তো কীট বই কিছু নই
নিদ্রাহীন জেগে থাকি সেলফোনে

আমাদের সন্তান সন্তরণ জানে?
ওরা ডুবে যাচ্ছে স্মার্টফোনে

ভয়, পুবের সূর্য বুঝি পশ্চিমে ওঠে!
ক্ষমা চাই ক্ষমা চাই প্রভু ক্ষমা চাই।

লেগেছে আগুন বাংলাদেশের বুকে

হেলাল উদদীন রানা

আজ আমার মন ভালো নেই
আমি স্তব্ধ, আমি অপারগ, অক্ষম
আমার সম্মুখে আজ দীর্ঘ মৃত্যর মিছিল, রক্তের সমুদ্র

আজ আমার মন ভালো নেই
সকালের রোদ ঘরে এসে ফিরে গেছে ঘাসে
উড়েনা পাখি, যতদূর চোখ যায় ধোঁয়ার কুন্ডলী
দিগন্ত ভেদ করে উড়ে যায় মেঘে
আমার স্বদেশ যেন অচেনা জমিন, আরেক ফিলিস্তিন
এতো লাশ এতো রক্ত রাখব কোথায়
মাটি বলে আমিতো নেবো না

আমার আজ মন ভালো নেই
চায়ের পেয়ালায় রক্ত, পিঙ্গল বর্ণ আকাশ
বেদনায় বিমর্ষ বৃক্ষ, পত্র ঢেকেছে মুখ
কী কাতর নদী আজ শোকে বিহ্বল
জলের কান্নায় ইলিশেরা সমুদ্রের গভীরে

আমার আজ মন ভালো নেই
পতাকাবৃত কফিন, সারি সারি,
সম্মুখে গোলাপের মতো হাসে
লেগেছে আগুন আজ বাংলাদেশের বুকে

কাকে ক্ষেপাও তোমরা

এইচ বি রিতা

নীলনদ পেরিয়ে ভেসে আসে ওপারের দূষিত হাওয়া
আকাশের মসৃণ ত্বক আলো ছেড়ে কালো হয়
নিভে যায় নক্ষত্রপুঞ্জ টিপটিপ পায়ে,
প্রসূতির মর্মবেদনার মতো
বোধহীন প্রোপাগান্ডা-অস্থিরতায় ক্ষমতা
আহা কী নির্মমতা
কনক্রিটের পথে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গাঢ় হয়
কে মরে, কে মারে-কার প্রাণে সয়?
আহা! অবজ্ঞা অবজ্ঞা
সময়ের দাবী, অমানবিকতায় বিস্ফোরিত হলে;
মেধাবীরাও জেনে যায় শূয়োরের সংজ্ঞা।

যে সুর উঠেছিল বাতাসে ওড়ন্ত লাল সবুজে
সেখানে আজ পতপত করে বুলেটের কর্কশ শব্দ
যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মাটি, তার বীজ বপনে
ভ্রূণ অঙ্কুরে সে আজ বিষাক্ত, বাণীর জাল ছিঁড়ে
ভেঙে পড়ছে গণতন্ত্রের অধিকার-শিষ্টাচার
এ কেমন অবিচার?

আর কতদিন বলো টেনে ছিঁড়বে জিভ,
বাতাস ভুলে যাবে নিঃশ্বাসের উপাত্ত?
যে প্রজন্ম ধরে রাখে আশা প্রবাহ-ভবিষ্যতের সূর্যকল্প
বুকে ধরে রাখে আগুন, চোখে বরফ জমা রক্ত
তাদের ক্ষেপালে পরে ন্যাংটা হবে সভ্যতা
কেননা, নির্যাতনের ডামাডোল-থামাতে জানে তারা
প্রসারিত উন্মুক্ত ডানায় বুলেট নিতে জানে বুকে
অথচ তোমরা তাদের ফেলো শোকে; অধিকার রুখে

কাকে ক্ষেপাও তোমরা? কোন সাহসে?

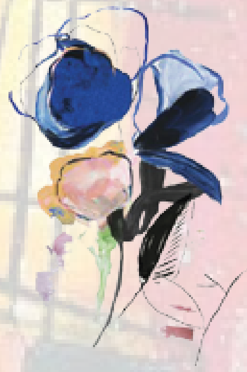

অতীতে হাঁটে প্রিয় দেশ

জেবুন্নেছা জোৎস্না

শাসকের শরীরে শকুন, বাচ্চা মনে বাঘের আগুন!
স্ফীত সাদা চাঁদ স্বাক্ষী, কলমে ছিদ্র হৃৎপিন্ড-!
আপন ভূমিতে জল্লাদের নারকীয় নৃত্য
টুটে পাঁপড়ি, মৃত্যুর কাঁপন! মেঘের কাফনে সাইদ,
আসিফ, রাফি, ওয়াসিম, আদনানের জীবন!

এ কোন রূপকথা নয়; তবু চুপকথায় মানুষ-
ডিজিটাল কালো আইন বাঁধা কলম-মুখ !
পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতা হারালে
ক্ষুদিরাম ফুঁসেছিল ব্রিটিশ হঠাতে-
ভাষা কেড়ে নিলে শহীদের রক্তে বায়ান্ন ভরে-
উত্তরাধিকারে মুক্তিযুদ্ধে পাই একক মানচিত্র !

বলো দেশ, স্বৈরাচারের দিন হবেনা কি শেষ?
লাশ চাই, তোমার লাশ? নব যৌবনা লাশ ?
রক্তাক্ত তাই মেরেছো ফেলে ড্রেনের ধারে,
সাঁজোয়া ট্যাংক হতে টেনে-হিঁচড়ে নোংরা স্তূপে।
শামুকে কাটলে পা, গোপনে শুকায় মানুষ ক্ষত-
আজও মৃত্যুর মিছিলে বর্গীরা লুটপাটে দেশ
আগামীর পথে যেতে, অতীতে হাঁটে প্রিয় বাংলাদেশ!

ইনসাফ, আমি এবং বন্দুকের গুলি

মাসুম আহমদ

আমি মাকে যখন বললাম, বাড়ি আসছি,
মা বললো, পাখি হয়ে উড়ে আয় বাবা।
আমি মায়ের কথা মতো পাখি হয়ে উড়াল দিলাম,
হঠাৎ শিকারীর বন্দুকের গুলি
আমার উড়াল থামিয়ে দিলো।
ঐদিকে গুলির শব্দে মায়ের ঘুম ভাঙলো,
মা জানালা খুলতেই
বারুদের গন্ধে পুরো ঘর ভরে উঠলো,
দুর থেকে ভেসে আসতে লাগলো-
'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' কোরাস!
আমার মা কাঁদছেন,
আমার মা আসমানের দিকে তাকিয়ে
পাখিদের দলে আমাকে খুঁজছেন,
আমার মা চিৎকার করে বলছেন,
'তুই মোর ছাওয়াক চাকরি না দিবু না দে,
কিন্তু মারলু ক্যানে।'
আমার মায়ের চিৎকার সাত আসমান ভেদ করে
ইশ্বরের আরশে গিয়ে আঘাত করছে,
আমার মায়ের চিৎকার সাত জান্নাত ভেদ করে
জান্নাতুল ফেরদৌসে গিয়ে বাসা বাঁধছে।
ঐদিকে আমার এফিটাফে একজন কবি লিখছেন,
'ইনসাফের পক্ষে দাঁড়ানো একটা ছেলে
এখানে নিরবে শুয়ে আছে!

শ্রেষ্ঠ বীর

হোসেইন দিলওয়ার

কী হবে জীবন পুরে গোলামির খামে,
বেচে দাও, ও-জীবন ভাগাড়ে, গুদামে।
খিদের তাগিদে যদি হাড় খেতে চাও,
ভাগাড়ের পাশে গিয়ে চোয়াল নাচাও!

জীবন যেখানে আছে সেখানেই জয়,
বোধহীন মাল চাটে- মাতাল হৃদয়।
অধিকারে ফুঁসে যদি সাধারণ বুক,
রুখতে কি পারে তাকে ভয়াল বন্দুক?

সিনাটাকে টান করে গুলি নিয়ে বুকে,
ফাগুনে-ফাগুনে জাগে আপামর মুখে।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে হামলা এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসে হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফর বাংলাদেশের ব্যানারে প্রতিবাদ সমাবেশ এবং আন্দোলনে নিহতদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীরা আন্দোলনে হামলা এবং হত্যার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে হামলা এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশীরা বিভিন্ন প্রতিবাদ সমাবেশ ও কর্মসূচির মাধ্যমে চলমান সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন।

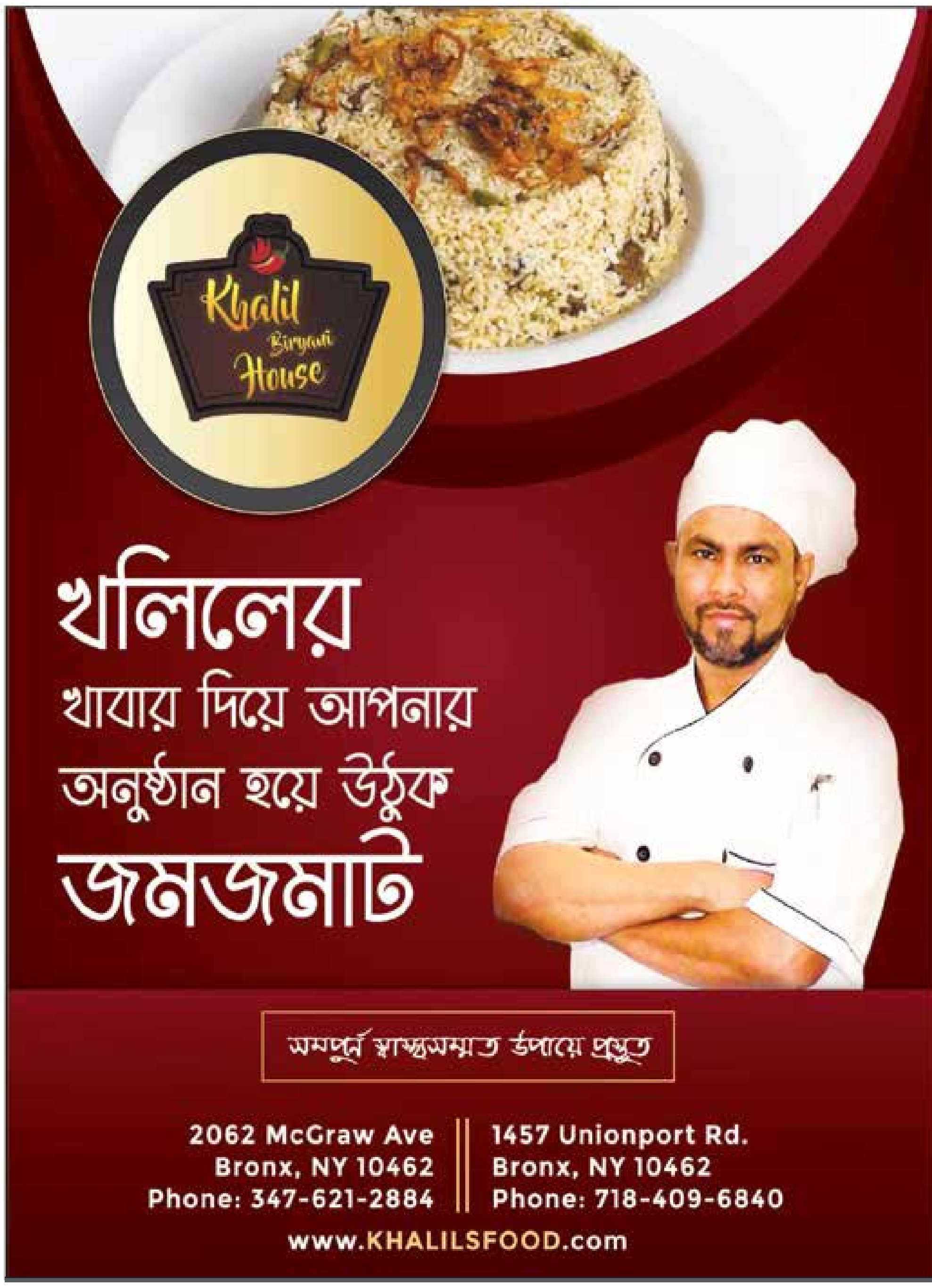

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn	Jackson Heights
20 Arlington Place (Across the Fulton St.) (Betw. Bedford & Nostrand Ave) Brooklyn, NY 11216 Tel: 718-363-0100 Fax: 718-636-0112	70-17 37th Avenue (Betw. 70 & 71st Street) East Side of BQ Express Way Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-363-0100 Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

HOW TO REACH US

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সহিংসতা-কারফিউয়ে ভোগান্তিতে মানুষ

(প্রথম পাতার পর) পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও অনেক জায়গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের, বিশেষ করে মাছ -মাংস- তরিতরকারি ও জরুরি দরকারি দ্রব্যের যোগান কমে আসায় কারফিউ শিথিলের সময়ে লোকজন চাহিদা অনুযায়ী এসব দ্রব্য পাচ্ছে না। প্রসঙ্গত, সহিংস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার শুক্রবার মধ্য রাত থেকেই কারফিউ জারি করে সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেয়ায় জরুরি সেবা ছাড়া সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে পরিবহন বন্ধ থাকায় কাঁচাবাজারে সরবরাহ কমে এসেছে। ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছে অসংখ্য মানুষ।

বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার দুর্ভোগ

রোববার (২১ জুলাই) বিকেলে কারফিউ শিথিল হয়েছিলো দু'ঘণ্টার জন্য। ওই সময়েই প্রিপেইড মিটারের কার্ড রিচার্জ করার জন্য ডেসকোর জোনাল অফিসের সামনে এসেছিলেন অভিষেক নামের একজন গ্রাহক। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছিলেন, "কোথাও কার্ড রিচার্জ করতে পারিনি। লাইন বন্ধ হয়ে গেলে বিপদে পড়বো, বিদ্যুৎহীন থাকতে হবে। ডেসকোতে এসেও দীর্ঘ লাইনে পড়লাম।" সেসময় ওই লাইনে ছিলেন শত শত মানুষ। ইন্টারনেট না থাকায় মোবাইল ব্যাংকিং বন্ধ থাকার কারণে তারা গত কয়েকদিন কার্ড রিচার্জ করতে পারেননি। তাই অনেকেরই প্রিপেইড মিটারের ব্যালেন্স ফুরিয়ে গেছে। ওই লাইনে থাকা আরেকজন গ্রাহক বলেছেন তিনি চারবার ডেসকোতে আসলেও তার সমস্যার সমাধান হয়নি। 'এখন কার্ড জমা রেখে সোমবার সকালে আমাকে আবার যেতে বলেছে," বলেন তিনি।

সমস্যা এতো প্রকট হয়েছে যে রোববার বিদ্যুৎ বিভাগ জানিয়েছে- প্রিপেইড মিটারে রিচার্জ সমস্যা দূর করতে 'লোন' এর পরিমাণ সিঙ্গেল ফেজ-এ এক হাজার থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার এবং থ্রি ফেজ-এ দুই হাজার থেকে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এর ফলে প্রিপেইড মিটারের ব্যালেন্স ফুরিয়ে গেলেও তাদের লাইন কাটা যাবে না এবং বাড়তি টাকা তারা পরে বিলের সাথে সমন্বয় করতে পারবেন।

গোফরান বাবু কারওয়ান বাজারের মুরগী ব্যবসায়ী। তার মতে বাজারে বিক্রেতারা আছে, কিন্তু ক্রেতা খুবই কম। এমনকি বিভিন্ন এলাকা থেকে ছোট ছোট দোকানিরা যে পাইকারি দামে মালামাল নিতে আসে তাদের সংখ্যাও ছিলো খুব কম। 'এলাকাভিত্তিক কিছু লোক এসে মুরগী কিনেছে। কিন্তু স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় খুবই কম। যদিও দাম কিন্তু বাড়েনি তেমন একটা,' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

রমনা এলাকার ক্ষুদ্র দোকানি লিটন মিয়া। প্রতিদিন সকালে কারওয়ান বাজার থেকে শাক সবজি তরিতরকারি কিনে এনে বিক্রি করেন তিনি। 'রোববার সকালে কারওয়ান বাজারে গিয়ে কিছু পাই নাই। পটলের দাম কাল ছিলো ২৮-৩০ টাকা, আর আজ দেখলাম ৬০ টাকা। চিচিঙ্গাসহ সব তরকারির দামই এমন। আমি কিছু না নিয়ে ফিরে এসেছি,' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। বাড্ডা এলাকার দোকানি মনির হোসেন বলেছেন কাঁচামরিচ, বেগুন, ডিম, টমেটোসহ সবকিছুর দাম অনেক বেড়ে গেছে। 'কাঁচামরিচের পাল্লা (প্রতি পাল্লায় পাঁচ কেজি) ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। গত কয়েকদিনে সব জিনিসের দাম বেড়েছে। কিছু মাল মার্কেটেই নাই। খুচরা বাজারে ২০-৩০ টাকা করে বেড়েছে গত দুই একদিনে,' বলছিলেন তিনি।

ওই এলাকায় কোন দোকানে ডিমের ডজন বিক্রি হচ্ছিলো ১৮০ টাকা। আবার কোথাও দেখা গেছে ২২০ টাকা করে দাম চাইতে। পাইকারিতে টমেটোর কেজি ১৬০ টাকা ছিলো দুদিন আগেও, রবিবার সেটি ২০০ টাকা চেয়েছেন পাইকারি বিক্রেতারা।

ঢাকার বাজারগুলোতে যেসব এলাকা থেকে সবজি আসে তার একটি হলো যশোর। সেখানকার সবজি চাষি ও ব্যবসায়ী ফরিদ হোসেন বিবিসিকে জানিয়েছেন- স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় তিন ভাগের একভাগেরও কম সবজি যাচ্ছে না ঢাকায়। 'গত দুদিনে মাল পাঠানোর জন্য গাড়ি পাওয়া যায়নি। সবজির গাড়িতে আগুন দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ফলে মাল পাঠানো যাচ্ছে না', বলছিলেন তিনি।

নরসিংদীতে সহিংসতার কারণে সেখানকার সবজিও ঢাকায় আসা কমেছে গত দুদিনে। এর ফলে এলাকাভিত্তিক দোকানগুলোতে শাক সবজির স্বল্পতার পাশাপাশি আলু, আদা, রসুনের মতো দ্রব্যও কম পাওয়া যাচ্ছে।

ঔষধের দোকান বন্ধ

রাজধানী ঢাকার উত্তর বাড্ডায় ইবনে সিনা হাসপাতালের পেছনে ঔষধ ব্যবসায়ী জাকির হোসেন জানিয়েছেন যে কিছু কিছু ঔষধের সরবরাহ কমে গেছে এবং এর কারণ হলো ওই এলাকায় ঔষধ বহন করা গাড়ি আসতে না পারা। কারফিউর সময় ঔষধের দোকান খোলা রাখার অনুমতি থাকলেও ঢাকার বহু এলাকায় ফার্মেসিগুলো বন্ধ দেখা গেছে। রবিবার দুপুরে গুলশানের এক নম্বর সার্কেলে কোনো ফার্মেসি খোলা পাওয়া যায়নি।

মূলত সহিংসতার কারণে দোকানগুলো খোলা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ঔষধ শিল্প সমিতির একজন নেতা। তিনি তার নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ করেছেন। 'এই যে গুলশান-১ এর দোকানগুলো বন্ধ দেখছেন এর যৌক্তিক কারণ আছে। ওখানে দেখেন, এখনো একটা ফার্মেসির সামনে পুড়ে যাওয়া গাড়ি পড়ে আছে। এসব কারণেই সেখানকার ফার্মেসিগুলো বন্ধ। আর যানবাহন বন্ধ এবং কারফিউর কারণে চলাচলে বিধিনিষেধ আছে। সেজন্য অনেক জায়গায় সাপ্লাই কমেছে', বলছিলেন তিনি। সূত্র: বিবিসি

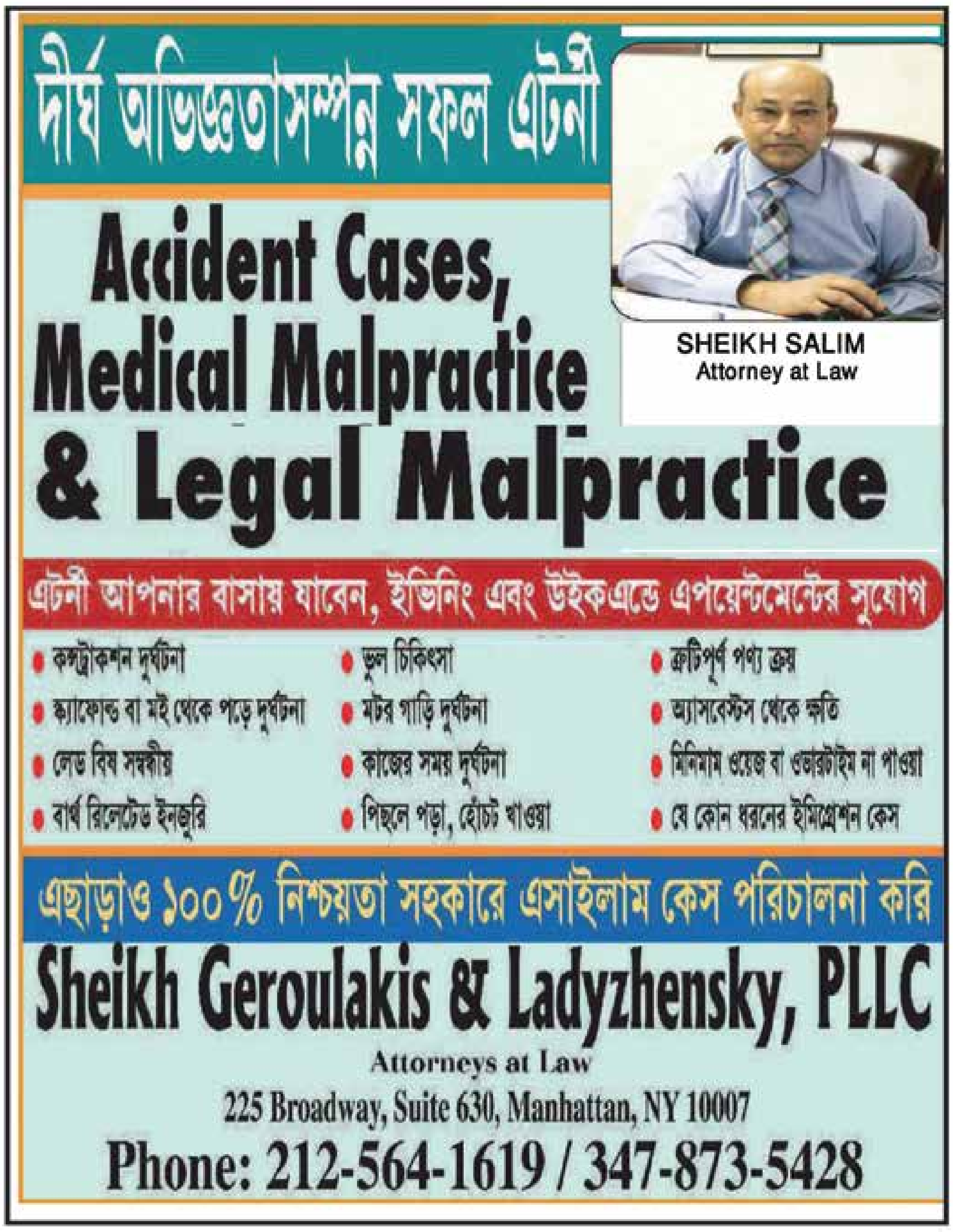

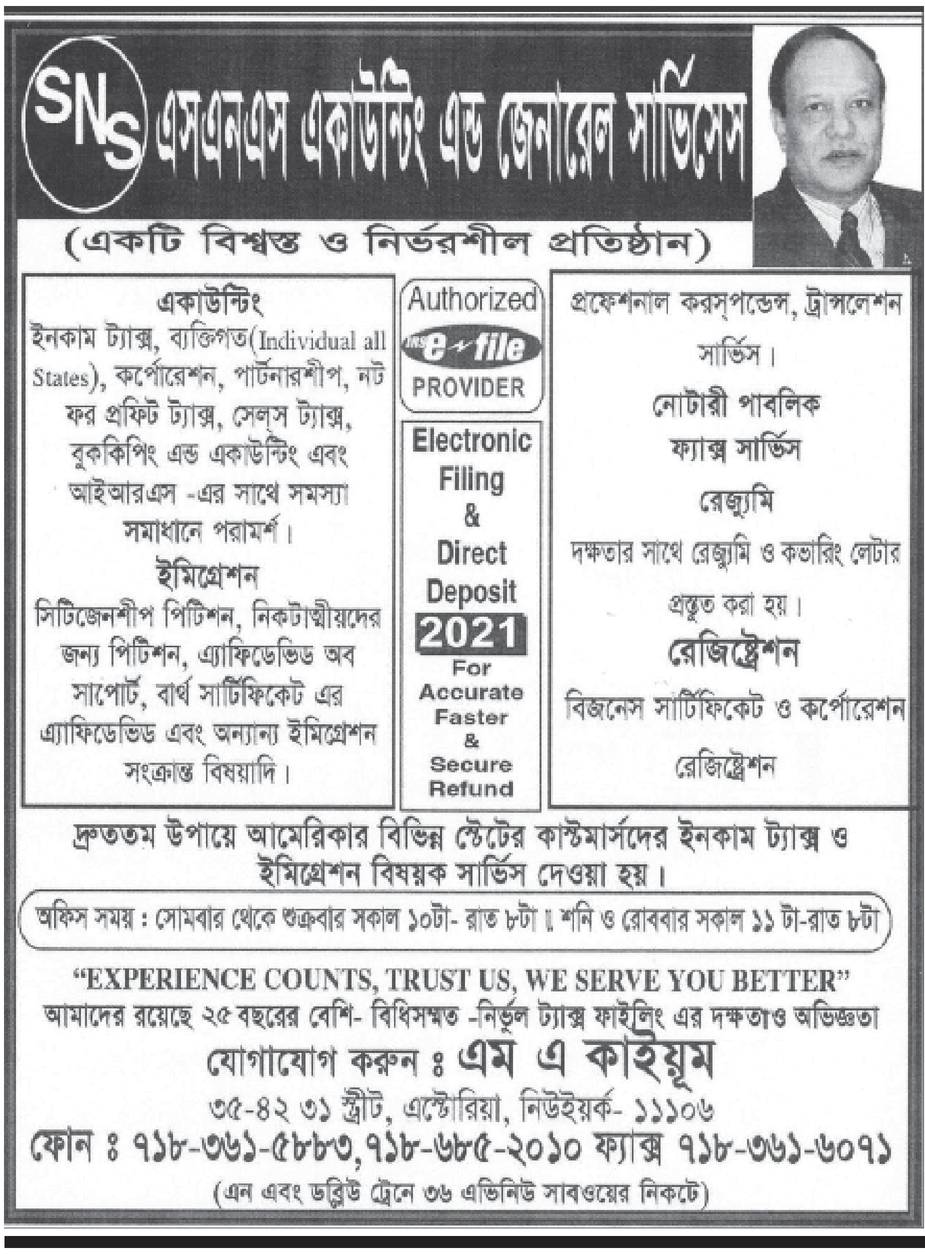

তোমার রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(শেষ পাতার পর) দিকসমূহ অসীম ক্ষমতার পরিপূর্ণতাসমুহ প্রকাশ করা অর্থ প্রকাশ করেছে। কোন জায়গায় গুণাবলী, মহত গুণাবলী এবং পরিপূর্ণ ও মর্যাদা অর্থ প্রকাশ করেছে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যে অর্থটি যতোপযুক্ত হবে সেটিই লিপিবদ্ধ করতে হবে। কোন কোন জায়গায় শব্দটির কয়েকটি অর্থই একসাথে ব্যবহৃত হয়। আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় এরূপ ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ নেই। যেমন: সুরা আর রহমানের ১ থেকে ১২ আয়াতে পৃথিবী সৃষ্টি এবং সেখানকার সমস্ত সৃষ্টির রিযিক সরবরাহের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন (আলা-ই) কে অস্বীকার করবে। এক্ষেত্রে (আলা-ই) শব্দটি শুধুমাত্র নিয়ামত অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি, বরং মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার পরিপূর্ণতা এবং তাঁর মহৎ গুণাবলীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহর তা'আলার অসীম ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ যে, তিনি এই মাটির পৃথিবীকে এমন বিস্ময়কর পন্থায় তৈরী করেছেন যেখানে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীকুল বাস করে এবং নানা রকমের ফল ও শস্য উৎপন্ন হয়। এটাও তাঁর প্রশংসনীয় গুণ যে, তিনি এসব প্রাণীরকূলকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে এখানে তাদের লালন-পালন এবং রিযিক সরবরাহেরও ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবস্থাপনাও এমন ব্যাপক ও নিখুঁত যে, তাদের খাদ্য কেবল গুণ ও পুষ্টিই নয়, বরং তার মধ্যে প্রবৃত্তি ও রসনার তৃপ্তিও আছে এবং আছে অগণিত দৃষ্টিলোভা দিক। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কারিগরী ও নৈপুণ্যের চরম পূর্ণতার একটি মাত্র দিকের প্রতি নমুনা হিসেবে ইংগিত দিয়ে দেখানো হয়েছে হয়েছে কিভাবে খেজুর গাছে পাতলা আবরণে আচ্ছাদিত করে ফল সৃষ্টি করা হয়। এই একটিমাত্র উদাহরণকে সামনে রেখে একটু লক্ষ করুন, কলা, কমলালেবু, নারিকেল এবং অন্যান্য ফলের প্যাকিংয়ে কি রকম নৈপুন্য ও শৈল্পিক কারুকার্যের পরাকাষ্ঠা ও উৎকর্ষতা দেখানো হয়েছে। তাছাড়া নানা রকমের খাদ্য শস্য, ডাল এবং বীজ যা আমরা পরিতুষ্টির সাথে অবলীলাক্রমে রান্না করে খাই তার প্রত্যেকটি উৎকৃষ্ট ও পরিচ্ছন্ন আঁশ ও ছালের আকারে প্যাক করে এবং অতি সূক্ষ্ম আবরণে জড়িয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে এই অর্থের সাথে সংযুক্ত করতে হবে যে, 'তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন অসীম ক্ষমতা ও তাঁর মহৎ গুণাবলী অস্বীকার করবে।

"তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?" আয়াতটিতে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ, তাঁর অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর কার্যাবলী এবং মহৎ গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানুষের কতিপয় আচরণ নীচে তুলে ধরা হবে। যেমন:

এসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা যে মহান আল্লাহ, অনেকে তা আদৌ স্বীকার করে না। তাদের ধারণা, এসবই বস্তুর আকস্মিক বিশৃংখলার কিংবা একটা দুর্ঘটনার ফল যার মধ্যে জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতার কোন হাত নেই। এ ধরনের উক্তি একেবারে খোলাখুলি অস্বীকৃতির নামান্তর।

কিছু সংখ্যক লোক এ কথা স্বীকার করে যে, এসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ। তবে তারা এর সাথে সাথে অন্যদেরকেও আল্লাহর ক্ষমতায় শরীক মনে করে, তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্যদের কাছে এবং তাঁর দেয়া রিযিক খেয়ে অন্যের গুণ গায়। এটা অস্বীকৃতির আরেকটি রূপ। কোন লোক যখন স্বীকার করে যে, আপনি তার প্রতি অমুক অনুগ্রহ করেছেন এবং তখনি আপনার সামনেই সেজন্য অন্য কোন লোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু করে-অথচ প্রকৃত পক্ষে সে তার প্রতি আদৌ অনুগ্রহ করেনি-তাহলে আপনি নিজেই বলবেন যে, সে আপনাকে নয় বরং সেই ব্যক্তিকেই অনুগ্রহকারী স্বীকার করে যায় যার প্রতি সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সে আসলে অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক মুশরিক।

আরো কিছু লোক আছে যারা আল্লাহকেই সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে, কিন্তু তাদেরকে নিজেদের সৃষ্টি ও পালনকর্তার আদেশ নিষেধের আনুগত্য এবং তাঁর হিদায়াতসমুহের অনুসরণ করতে হবে তা মানে না। এটা অকৃতজ্ঞতা ও নিয়ামত অস্বীকার করার আরো একটি রূপ। কারণ, যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে সে নিয়ামতসমূহ স্বীকার করা সত্ত্বেও নিয়ামত দাতার অধিকারকে অস্বীকার করে। আল্লাহর দেয়া নিয়ামত খায় কিন্তু সেই দাতার আদেশ-নিষেধের কোন পরোয়া সে করে না।

আরো এক শ্রেনীর মানুষ মুখে নিয়ামতকে অস্বীকার করে না কিংবা নিয়ামত দানকারীর অধিকারকেও অস্বীকার করে না। কিন্তু কার্যত তাদের এবং একজন অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও মিথ্যানুসারীর জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য থাকে না। এটা মৌখিক অস্বীকৃতি নয়, কার্যত অস্বীকৃতি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলে যা-ই আছে সবাই তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করছে। প্রতি মহুর্তে তিনি নতুন নতুন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন মহৎ গুণাবলী অস্বীকার করবে?" (সুরা আর রহমান:২৯-৩০) অর্থাৎ মহাবিশ্বের এ কর্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে তাঁরই কর্মতৎপরতার এক সীমাহীন ধারাবাহিকতা চলছে। কাউকে তিনি মারছেন আবার কাউকে রোগাক্রান্ত করেছেন। কারো উত্থান ঘটাচ্ছেন আবার কারো পতন ঘটাচ্ছেন, কাউকে আরোগ্য দান করছেন আবার কাউকে রোগাক্রান্ত করেছেন, কাউকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছেন আবার সাতার কাটা কাউকে নিমজ্জিত করেছেন। সীমা সংখ্যাহীন সৃষ্টিকে নানাভাবে রিযিক দান করছেন। অসংখ্য বস্তুকে নতুন নতুন স্টাইল, আকার-আকৃতি ও গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পৃথিবী কখনো এক অবস্থায় থাকে না। তাঁর পরিবেশে ও অবস্থা প্রতি মুহুর্তে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তার স্রষ্টা তাকে প্রতিবারই একটি নতুন রূপে সজ্জিত করেন যা পূর্বের সব আকার-আকৃতি থেকে ভিন্ন।

গত কয়েক বৎসর সারা পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে গেছে বৈশ্বিক মহামারী করোনা। এই মহামারীর প্রাক্কালে

পৃথিবীর হাসপাতালগুলো কত লিটার অক্সিজেন ব্যবহার করেছে এবং তার বাজার মূল্য কত তার হিসাব কেউ করেনি। কিন্তু এর বাইরে একজন সুস্থ ব্যক্তি বিনামুল্যে আল্লাহর প্রকৃতি থেকে দৈনিক কত লিটার অক্সিজেন ব্যবহার করছেন, তা একটি অনলাইন মিডিয়া থেকে জানা যায়। 'স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের হার হলো, ১৫-২০/মিনিট গড়ে ১৮টি শ্বাস/মিনিটে নিচ্ছে। প্রতিটি শ্বাস জোয়ারের ক্ষমতা হিসাব প্রায় ৫০০ মিলি। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিটি শ্বাসে প্রায় ৫০০ মিলি বাতাস শ্বাস নেয় এবং বের করে। এর মানে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি প্রতি মিনিটে নেয়া বায়ুমণ্ডলীয় বাতাসে ২১% অক্সিজেন থাকে, যার অর্থ প্রতি মিনিটে আমরা প্রায় ৯০০০২১/১০০ মিলি অক্সিজেন শ্বাস নিই যা প্রতি মিনিটে প্রায় ১৮৯০ মিলি অক্সিজেন। সুতরাং এটি প্রায় ১৮৯০ী ৬০ী ২৪ মিলি বা ২৭২১৬০০ মিলি বা ২৭২১ লিটার প্রতিদিন। অবশ্য আমরা সেলুলার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাসে অক্সিজেনের প্রায় ৭% ব্যবহার করি যা প্রায় ৯৫৯ লিটার/দিন। বাংলাদেশে ২০ হাজার লিটার সিলিন্ডারের বাজার মূল্য ১৮০০০ থেকে ২২০০০ হয়ে থাকে। একজন মানুষ যদি কমপক্ষে দৈনিক ৯০০ লিটার অক্সিজেনও গ্রহণ করেন যার মূল্য মাসে ৯০০ী ৩০ী ৮০০=২১৬,০০,০০০/= টাকার অক্সিজেন গ্রহণ করেন। যেহেতু এটি ছাড়া মানুষের পক্ষে এক মুহুর্তও বেঁচে থাকা সম্ভব নয় সেহেতু এটি যদি ভাত-মাছের মতো ক্রয় করে গ্রহণ করতে হতো, তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াতো? এই উদাহরণটি আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের একটিমাত্র। সুতরাং 'তোমরা তোমদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?"

যেসব মানুষ আল্লাহ তা'আলার জন্য সারা জীবন পৃথিবীতে নিজেদের প্রবৃত্তির ওপর বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে রাখে, হারাম থেকে আত্মরক্ষা করে হালালের ওপর সন্তুষ্ট থাকে, ফরযকে ফরয মনে করে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে, ন্যায় ও সত্যকে ন্যায় ও সত্য মনে কওে, হকদারের হক সমূহ আদায় করে এবং সর্বপ্রকার দু:খ-কষ্ট বরদাশত করে অন্যায় ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে ন্যায় ও কল্যাণকে সমর্থন করে। তারাই তাদের রবের কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"সদাচারের প্রতিদান সদাচার ছাড়া আর কি হতে পারে?" (সুরা আর রাহমান:৬০)

যারা আল্লাহর নিয়ামত, অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করে তারা মূলত: আল্লাহ তা'আলার বহুসংখ্যক উত্তম গুণাবলীকে অস্বীকার করে। তারা আল্লাহকে মানলেও তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষন করে। তারা আল্লাহর জান্নাত ও সেখানকার পুরস্কার ও প্রতিদানকেও অস্বীকার করে। এরা পশু বরং পশুর চেয়েও অধম।

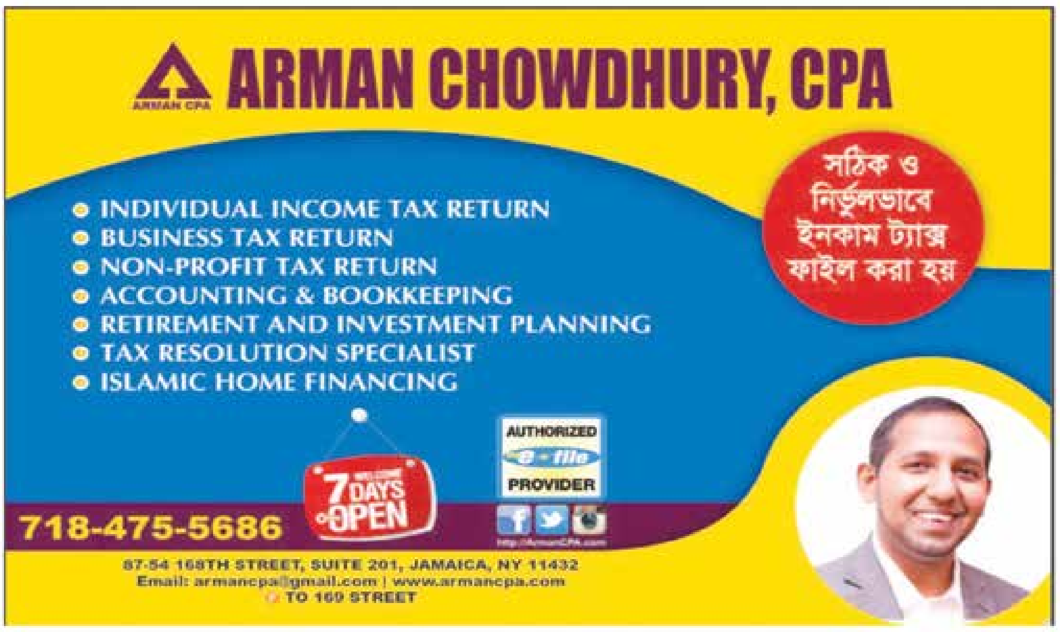

দেশপ্রেম ও এক অনন্য সংহতি

(শেষ পাতার পর) ওদেরকে সহজেই বোকা বানিয়ে এরা ক্ষমতায় টিকে থাকে। কিন্তু ছাত্রদের এই আন্দোলনের সময় ওদের অসাধারণ সব সৃজনশীল স্লোগান, মন্তব্য, বক্তব্য শুনে মনে হলো আসলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, মানে যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, বিশেষ করে ছাত্ররা, মোটেও বোকা নয়। বরং ক্ষমতাসীনদের সীমাহীন মূর্খতাকে ওরা এতোদিন করুণা করেছে। ওরা ওইদিকটাকে আসলে গুরুত্বই দিতে চায়নি। ওদের ভাবটা এমন ছিল যে, ওটা মূর্খদের বাজার, ওখানে নাক গলিয়ে নিজের সময় ও সম্মান নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

ছাত্র আন্দোলনের প্রথম এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় স্লোগানটা কী অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং স্যাটায়ারে পূর্ণ। কী দারুণ দক্ষতায় ওরা প্রধানমন্ত্রীর ছুঁড়ে দেওয়া গালিটা তার দিকেই ঘুরিয়ে দিল। অথচ রাজনীতির লোকেরা তো নয়ই, বুদ্ধিজীবীর পোশাক পরা চাটুকারেরা পর্যন্ত এর মর্মার্থ বুঝতে পারলো না। লেখক জাফর ইকবাল তো সকলের চেয়ে একধাপ বেশি চালাকি করতে গিয়ে চরমভাবে অপমানিতই হলেন। দেশের সব বড়ো বড়ো বই বিক্রির পোর্টাল তার বই নামিয়ে ফেললো, অধিকাংশ প্রকাশক, পত্রিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলো। এই বয়সে এর চেয়ে অপমানের আর কী হতে পারে। চিত্রনায়ক এবং মুক্তিযোদ্ধা সোহেল রানা প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এই ঘৃণ্য শব্দটি ছাত্রদের মুখে শুনে, পরে যেন হঠাৎই তিনি জেগে উঠলেন এবং বুঝতে পারলেন এর আসল মর্মার্থ। লেখক, কলামিস্ট এবং অধ্যাপক আসিফ নজরুল বেশ কিছু বক্তব্যে, টকশোতে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পরে অতি চালাকেরা বুঝতে পারলেও, নিজেদের বোকামী ঢাকার জন্য শুরু করলেন গোয়ার্তুমী।

হঠাৎ দেখি ফেইসবুকে সবাই লিখতে শুরু করলো ‘সন্ধ্যা সাতটায় নর্দমার ঢাকনা খোলা হবে’। আমি যেহেতু চলমান আন্দোলনের সকল খোঁজ-খবর রাখতে পারিনি, তাই প্রথমে বুঝতেই পারিনি ‘নর্দমার ঢাকনা খোলা হবে’ মানেটা কী। যখন বুঝলাম তখন অবাক হলাম এই ভেবে দেশের কোটি কোটি মানুষের ভেতরের কথাটাই ছাত্ররা বলে দিল, যা অন্যরা এতোদিন শুধু নিজেদের ভেতরেই লুকিয়ে রেখেছিল।

ছাত্রদের সলিডারিটিও ছিল চোখে পড়ার মতো। নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে, কানাডায়, ইওরোপের বিভিন্ন দেশে সতীর্থ ছাত্র ভাই-বোনদের প্রতি সংহতি জানাতে নদীর স্রোতের মতো এসে জড়ো হয়েছে আন্তর্জাতিক বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা। ওদের চোখে-মুখে ভাই হারানোর, বোন হারানোর শোক, বুকে সাহস আর হৃদয়ে লাল-সবুজের উড্ডীন পতাকা। ওদের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল ৫৩ বছরের বাংলাদেশে সম্ভবত এই প্রথম একদল পরার্থপর খাঁটি দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীকে দেখছি। ঠিক এই রকম দেশ মাতৃকার প্রেমে উজ্জীবিত হয়েছিল বাংলার মানুষ ১৯৭১ সালে। ১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানেও দেখেছি তবে নব্বুইয়ের ঘটনাটি ছিল শুধুমাত্র ঢাকা শহর কেন্দ্রীক, এবারই প্রথম দেখলাম বিশ্বজুড়ে বাঙালী ছাত্রসমাজ এক অভিন্ন রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের, পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ওরা শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করেনি। একজন আহত পুলিশকে কয়েকজন আন্দোলনকারী বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল যাতে তাকে উত্তেজিত জনতা মারধোর না করে। ছাত্রলীগের নারী নেতৃদের ওরা আটক করেছে এবং তাদের কান ধরে ওঠবস করিয়েছে, দড়ি দিয়ে বেঁধেছে কিন্তু মারধোর করেনি। এক জায়গায় দেখলাম আন্দোলনরত বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা পুলিশকে পানি এবং চকোলেট দিচ্ছে।

সবচেয়ে ভালো লেগেছে ছাত্রীরা তাদের বুকের পুরোটা ভালোবাসা ঢেলে দিয়ে ভাইদের পাশে দাঁড়িয়েছে, ওদের চোখে-মুখে এমন প্রত্যয় ছিল মনে হচ্ছিল ওদের আপন সহোদর বিপদগ্রস্ত। দরিদ্র হকারকে দেখলাম মাস্ক এবং ক্যান্ডি বিনামূল্যে আন্দোলনকারী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিতরণ করছে। বেশ কিছু রেস্টুরেন্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের ঠিকানা দিয়ে বলেছে আন্দোলনরত ভাই-বোনদের জন্য ফ্রি খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, চলে আসুন। অনেক মা এবং ছোটো শিশু পানির বোতল নিয়ে রাস্তায় ছুটে এসেছে আন্দোলনরত ছেলে-মেয়েদের তৃষ্ণার্ত মুখে একটু পানি তুলে দিতে। কী-যে এক অভাবনীয় দৃশ্য, দেশপ্রেমের এমন মধুর, নিষ্কলুষ, নির্মল দৃশ্য সম্ভবত বাংলাদেশের মানুষ এর আগে আর দেখেনি।

তরুণদের বুদ্ধিমত্তা, তাদের দেশপ্রেম যদি নষ্ট রাজনীতি স্পর্শ না করে তাহলে এই তরুণেরাই পারবে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। বাংলাদেশকে নানান নেতিবাচক কারণেই পৃথিবীর মানুষ চেনে, অসংখ্য আবর্জনার অন্ধকারে এখনও পর্যন্ত একমাত্র আলো মুহাম্মদ ইউনূস, যার জন্য বাংলাদেশ পৃথিবীর মানুষের কাছে কিছুটা মর্যাদা পায়, আমার বিশ্বাস এই তরুণেরা দেশের নেতৃত্বে এলে এমন অসংখ্য ইউনূস তৈরি হবে।

২০/০৭/২০২৪

‘চোখ বেঁধে, হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তুলে নিয়ে নির্যাতন করা হয়’

(শেষ পাতার পর)
নিয়েছিল।

তুলে নেয়ার পর একটি প্রাইভেট কার বা মাইক্রোতে ওঠানো হয়। তিন থেকে চার স্তরের কাপড় দিয়ে তার চোখ বাঁধা হয় এবং হ্যান্ডকাফ পরানো হয়’। তিনি আলো বলেন, “কিছু সময় পর গাড়ি থেকে নামিয়ে একটি বাড়ির রুমে নেওয়া হয়। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং পরবর্তীতে আমার উপর মানসিক ও শারীরিক টর্চার শুরু করা হয়। এক পর্যায়ে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। এরপর আমার কোন স্মৃতি নাই।” রোববার ভোর চারটা থেকে পাঁচটার দিকে ঢাকার পূর্বাচল এলাকায় তার জ্ঞান ফেরে বলে বিবিসি বাংলাকে জানান তিনি।

বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের অনুষ্ঠানাদি স্থগিত রাখার আহ্বান

(শেষ পাতার পর) বনভোজন স্থগিত ঘোষণা করেছে। অপরদিকে একই প্রেক্ষিতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠক দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকাশ সামাজিক অনুষ্ঠান স্থুগত বা বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে: বাংলাদেশের চলমান বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব উদ্বিগ্ন। আমরা নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাদের আত্মার প্রতি সম্মাণ দেখিয়ে সংগঠনের আগামী ২৮ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য বনভোজন স্থগিত করা হয়েছে। গত ২০ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য কার্যকরী কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অপরদিকে কমিউনিটির রপরিচিত মুখ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক লায়ন শাহ নেওয়াজ এক বিবৃতিতে বলেছেন- ‘বাংলাদেশের বর্তমান সার্বিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেশের তরুণ ছাত্র সমাজের প্রতি সম্মান রেখে ইউএসএ’র সকল বনভোজন সহ যাবতীয় অনুষ্ঠান আপাতত: স্থগিত করার জন্য অনুরোধ করছি।’

অপরদিকে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক’র সিনিয়র সহ সভাপতি ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেছেন-

‘গৃহযুদ্ধে আক্রান্ত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। যুদ্ধের বিভিষিকায় আক্রান্ত মানবতা। পথে পথে দীর্ঘ হচ্ছে আমাদের কোমলমতি মোধাবী শিক্ষার্থীদের লাশের মিছিল। স্বদেশের এমন দুর্দিনে আমরা প্রবাসীরাও ভালো নেই। প্রতিনিয়ত উদ্বেগ উৎকন্ঠায় কাটছে প্রবাসীদের সময়। দেশে কি হচ্ছে, স্বজনরা নিরাপদ আছেতো? এমন দুশ্চিন্তায় ডুকরে কাঁদছে প্রবাসীরা। এই সময়ে যুক্তরাষ্টে বসবসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রতি আমার বিনীত আহবান, প্লিজ আপনারা কমিউনিটি বনভোজন ও উৎসব আয়োজনগুলো আপাতত: স্থগিত করেন। প্রিয় বাংলাদেশের মানুষকে বিপদে রেখে আমাদের আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠা মোটেও সমীচিন হবে না। দেশ স্বাভাবিক হলে এ বনভোজন কিংবা আনন্দ উৎসবগুলো আবার করা যাবে। আমার এ প্রস্তাবটি কমিউনিটি সংগঠনগুলো বিবেচনায় নেবেন বলে আশা করি’।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file
IRS e-file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY

Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA
KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

আবশ্যক

আবশ্যকঃ শিকাগোতে বসবাসরত এক জন বয়স্ক মহিলার সাথে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা ও পরিচর্যা করার জন্য একজন অভিজ্ঞ মুসলিম বাঙালী মহিলার দরকার। শুধু মাত্র আগ্রহী মহিলারাই যোগাযোগ করুন। ফোন:+১-৮৪৭- ৫৬৭-১৩৯৮।

আবশ্যকঃ ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন: southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত মেডিকেল অফিসের জন্য অভিজ্ঞ রিসেপশনিষ্ট আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৯৫৬-৩১০০, southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত একটি মেডিকেল অফিসে নিম্নোক্ত পদে একজন MRI Technician আবশ্যক। প্রার্থীকে Toshiba Opart মেশিন চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৭১৮-৯৫৬-৩১০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন : southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

ড্রাইভারঃ ইয়েলো ক্যাব ভাড়া। ফোর্ড এস্কেপ ইয়েলো গাড়ির জন্য অভিজ্ঞ চালক প্রয়োজন। একজন চালকের কাছে। ফুলটাইম ভাড়া। যোগাযোগঃ Cell: 646-379-9970. (দয়া করে দুপুর ১২টার পরে কল করবেন।)

ড্রাইভারঃ নতুন Toyota Rav4 2024 ইয়োলো ট্যাক্সির জন্য এক ড্রাইভার অথবা দিন ও রাতের শিফটের ড্রাইভার আবশ্যক। Woodside, Jackson heights, Elmhurst or Jamaica যোগাযোগ: 646-286-8845.

ড্রাইভারঃ র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ব্রান্ড নিউ ২০২৪ ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য রাতের শিফট জ্যাকসন হাইটস এলাকার ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক। উবার কার ২০২০ টয়োটা সিয়েনা এলই ৫৫০০০ মাইলেজ অটোমেটিক ডোর একজন ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক।যোগাযোগঃ 917-496-6043, 929-435-2593.

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ 929-229-6836.

ড্রাইভারঃ TLC বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ 646-704-5749.

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই:
Handsome young bengali 30 (5'10") (Foundation of project management.) Looking for a young Hindu u.s citizen girl for marriage. Send current photo and information at :516-697-5975

পাত্র চাই ডিভোর্স : আমেরিকার সিটিজেন, BSc ইঞ্জিনিয়ার BUET, MSc ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরিরত, (৩১-৫'৩") শর্ট ডিভোর্স ফর্সা, সুন্দরী সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp+Viber) biyerkhon@gmail.com

বাসা ও রুম ভাড়া

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ জুলাই ১ তারিখ থেকে ফ্যামিলি বাসায় ১জন মেয়ে রুমমেট আবশ্যক। ২জন থাকবে রুমে। ৭০- ৩৫ ব্রডওয়ে, জ্যাকসন হাইটস। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৪৯-৮৭৬৮.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ জ্যামাইকা হিলসাইড/ ১৬৬ স্ট্রীট এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ একটি রুম ভাড়া হবে। মোবাইলঃ ৯২৯-৪১৩- ৫৮৭৫.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪- ২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা এভিনিউ ১৬৮ স্ট্রীট সংলগ্ন এলাকায় এখনই উঠার উপযোগী একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ছোট পরিবার অথবা স্বামী- স্ত্রী গ্রহণযোগ্য । সাবওয়ে / বাস নিকটে। যোগাযোগঃ ৯২৯-২৩১- ৩৮৯১, ৯২৯-৭২৮-৫০৫০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ কুইন্স ভিলেজে এক বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রীর নিকট পহেলা জুলাই থেকে ভাড়া হবে। হিলসাইড থেকে এক ব্লক। বাসঃ কিউ-৪৩, কিউ-১, কিউ-৩৬, কিউ-৭৬, কিউ-৭৭। ফোন: ৬৪৬-৬৮৪-৫৭০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকাতে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া। জরুরী ভিত্তিতে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম। আলাদা। জ্যামাইকা ২৪১ স্ট্রীট এবং ৮৭ এভিনিউ। কিউ-৪৩ বাস সংলগ্ন। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯-৭৫৩৩.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভঃ ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

বাসা ভাড়াঃ August 1 তারিখ থেকে 82 Weldon st BROOKLYN NY 11208. ১ বেডরুম,লিভিং রুম,কিচেন ও এটিকসহ ভাড়া যাবে, বাসা EU CLID ট্রেন স্টেশন (A, C, J and Z) এবং বায়তুল মামুর মসজিদের পাশেই। যোগাযোগঃ +১ (৬৪৬) ৩৯২-৬৫৮০.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে আগস্ট মাস থেকে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

বাসা ভাড়াঃ ব্রঙ্কস এর ডি, বি ও ৪ ট্রেনের সাবওয়ে ও মসজিদ সংলগ্নে চার বেড ও লিভিং রুমসহ বড় এক ফ্যামিলি অথবা ছোট দুই ফ্যামিলির কাছেই ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৪-৬৯০৭, ৯১৪-৩৪৯ ৩৬৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ ৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: ৯১৭ ৮৬৩-৯০০২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমি বেসমেন্ট ভাড়াঃ
ওয়াকিং বেসমেন্ট ভাড়া হবে আগস্ট মাস হতে। কর্মজীবী কাপল। ভাড়া ১৫০০ ডলার।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-২৯৯ ৯৮৫৩. East Elmhurst Near LGA.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen আব. যোগাযোগ : ৯১৭-৪৯৫ ১৩৯১ / ৯১৭-৪৯৫-৩৯০৮.

House for rent :
3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:
1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ডাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class (Operate by JH office)
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.

(Operate by JH office)

বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন একত্রে

OPEN 7 DAYS

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

Please
Scan & Visit us!

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St, City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন

(প্রথম পাতার পর) আমার জীবনের সবচেয়ে সম্মানের বিষয়। এবং যদিও পুনরায় নির্বাচিত হওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমি বিশ্বাস করি আমার দল এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমার সরে দাঁড়ানো উচিত, এবং আমার মেয়াদের বাকি সময় পুরোপুরি প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনের দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত”।

উল্লেখিত ঘোষণার ৩০ মিনিট পর, বাইডেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের প্রতি তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেন। অগাস্ট মাসে শিকাগোতে ডেমোক্র্যাট দলের ন্যাশনাল কনভেনশনে আনুষ্ঠানিক মনোনয়নের জন্য কমলা হারিস তাৎক্ষনিক ফেভারিট প্রার্থী বলে বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন।

জো বাইডেন এক্স-এ আরো লিখেছেন- “আজ আমি কমলাকে আমাদের দলের প্রার্থী হিসেবে আমার পূর্ণ সমর্থন এবং অনুমোদন দিতে চাই”। “ডেমোক্র্যাট সমর্থকরা- এখন সময় হয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ট্রাম্পকে হারানোর।”

জো বাইডেন গত সপ্তাহে কোভিডে আক্রান্ত হবার পর ডেলাওয়ার সৈকতে তাঁর বাসভবনে অবস্থান নেয়ার সময় এই সিদ্ধান্ত নিলেন। জানা যায়, তিনি তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর পরিবার এবং বিশ্বস্ত সহকর্মীদের ছোট গ্রুপের সাথে আলোচনা করেছেন। বাইডেন বলেছেন, তিনি এই সপ্তাহের পরের দিকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন, যেখানে তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তারিত বলবেন। বাইডেনের চিঠির সত্যতা নিশ্চিত করেছে হোয়াইট হাউস। অপরদিকে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দু’দলই এবারের আসন্ন নির্বাচনকে কয়েক দশকের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিণতিশীল নির্বাচন হিসেবে গণ্য করছে, এবং এই ঘোষণা তাদের উভয়ের জন্য আরেকটি বড় ধাক্কা হিসেবে এসেছে। বিশেষ করে যখন এই সিদ্ধান্ত পেনসিলভানিয়ায় এক নির্বাচনী সমাবেশে ট্রাম্পকে হত্যা প্রচেষ্টার কয়েক দিন পরেই আসলো। অতীতে কোন দলের অনানুষ্ঠানিক প্রার্থী নির্বাচনের এত কাছে এসে নিজেকে প্রত্যাহার করেন নি কেউই। সবচেয়ে কাছের উদাহরণ হবে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট লিনডন জনসন, যিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের চাপে ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে ঘোষণা দেন যে, তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হবার জন্য প্রার্থী হবেন না।

বাংলাদেশের সহিংস পরিস্থিতিতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের

(প্রথম পাতার পর) মধ্যে রয়েছে হাইস্কুলের শিক্ষার্থীরাও। এই অবস্থায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং জাতিসংঘ সহ অন্যরা যেন প্রতিবাদের অধিকারের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং যারা নিহত হয়েছেন তাদের মুত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিতে তারা নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসেন।

বিবৃতিতে ড. ইউনুস বলেন, বাংলাদেশে ইন্টারনেট এবং টেলিফোন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এজন্য আমার এই আবেদন দেশের নাগরিক বা বিশ্ব নেতাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নাও হতে পারে। এজন্যই এ বিষয়ে স্বোচ্চার হওয়ার জন্য আমি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও জাতিসংঘের কাছে আবদেন জানাচ্ছি। তিনি বলেন, অপ্রয়োজনীয় এই হত্যাযজ্ঞের অবসান ঘটাতে আমার সাথে এই কন্ঠে স্বোচ্চার হতে আমি সারা বিশ্বে আমার শুভাকাঙ্খীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা সবাই স্বনির্ভর, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার কাজে ফিরে যেতে চাই। এটাই আমাদের স্বপ্ন’।

কেরানীগঞ্জ ফাউন্ডেশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন কেরানীগঞ্জ ফাউন্ডেশন ইউএসএ’র বার্ষিক বনভোজন শনিবার (২১ জুলাই) নিউইয়র্কের মনোরম বেলমন্ট লেক ষ্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিনব্যাপী আয়োজিত এই বনভোজনের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো আড্ডা, শুভেচ্ছা বিনিময়, খেলাধুলা, মধ্যাহ্ন ভোজ, র‍্যাফেল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরষ্কার বিতরণ প্রভৃতি। বনভোজনে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক কেরানীগঞ্জবাসী সপরিবারে অংশ নেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিক ও জেবিবিএ’র সভাপতি গিয়াস আহমেদ। খবর ইউএনএ’র।

কেরানীগঞ্জ *(বাকি অংশ ৭ এর পাতায়)*

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
ফজর	৩.২৫	৩.২৬	৩.২৬	৩.২৭	৩.২৮	৩.২৯	৩.২৯
সূর্যোদয়	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩১
জোহর	০১.০০	০১.০০	০১.০০	০১.০১	০১.০১	০১.০১	০১.৫৯
আসর	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪
মাগরিব	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১
এশা	১০.১১	১০.১১	১০.১০	১০.১০	১০.১০	১০.১০	১০.০৮

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
IRS
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.
Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
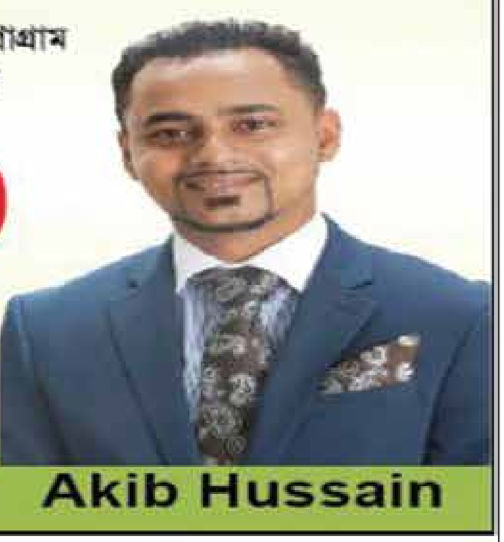
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

জ্যাকসন হাইটসে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের প্রতিবাদ সমাবেশ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ):
বাংলাদেশে চলমান কোটা ঘিরে আন্দোলনে বিএনপি-জামায়ত এবং ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীরা সাধারণ ছাত্রদের উপর ভর করে বাংলাদেশে হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, নারকীয় ধবংসযজ্ঞের মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকার উৎখাতের ঘৃন্য অপচেষ্টা করছে বলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতারা অভিযোগ তুলে পাল্টা প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন। রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ পরিবারের ব্যানারে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।

সমাবেশে সর্বস্তরের দলীয় নেতা-কর্মী অংশ নেন এবং সরকারের সমর্থনে স্লোগানে স্লোগানে দেন। সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ড. প্রদীপ কর, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাসিব মামুন, আব্দুর রহিম বাদশা, চন্দন দত্ত, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ষ্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুরর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা সাখাওয়াত বিশ্বাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ছাতক সমিতি ইউএসএ ইনক্ এর বার্ষিক বনভোজন সম্পন্ন

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ
পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance
দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
চাষাবাদের জন্য লোন
যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।
বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
১০ হাজার ডলারের রিবেট
নতুন বছর উপলক্ষ্যে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
আমাদের কল করুন
914-202-9828 / 914-222-9477 / 914-989-0089
GREE MECHANICAL YONKERS
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710

GRAND OPENING!
JACKSON HEIGHTS OFFICE
GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911
Naresh Gehi, Esq.
ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।
Do you want apply for a green card? Are you being deported? Are you having credit card problems?
Are you unable to pay your debts? Has your bank account been sealed?
Are you getting harrassed by creditors?
আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.
Call: 718-263-5999
আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days
তুলনামূলকভাবে কম ফি সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
Suryia Rahman, Esq

Your Trusted Loan Officer For Life
Over 22 years experience
MORTGAGE BROKER/ OWNER
M. Kamal, CPA
Senior Loan Officer
NMLS#9560
718-415-5501
Your Top Mortgage Officer
"All Loans arranged through third party providers"
"If you don't call us, You're paying High Rates for sure!!!"
HCC HOMECENTRAL CAPITAL
www.HelloHomeCentral.com | 718-507-LOAN (5626) | Email: HomeCentralCapital@gmail.com

সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ৪৩ : সোমবার, শ্রাবণ ১৪৩১
মহররম ১৫ ১৪৪৬ Vol. 28 Issue 43 : July 22 USA.
Free in NY, Other State $1.

কাজী জহিরুল ইসলাম এর কলাম

দেশপ্রেম ও এক অনন্য সংহতি

যারা রাজনীতি করেন এবং রাজনীতির ফায়দা লোটেন তারা অহরহ মিথ্যা কথা বলেন। বিশেষ করে ক্ষমতাসীনরা বরাবরই মিথ্যাটা একটু বেশি বলেন। শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে কিছু মানুষ আছেন, পদকের লোভে, পদের লোভে, ভাতার লোভে, মঞ্চে বড়ো আসন পাবার লোভে এইসব মিথ্যাচারের পক্ষে নানান রকম চাতুর্যপূর্ণ বয়ান দিয়ে থাকেন। আমি এতোদিন ভেবেছিলাম বাংলাদেশের মানুষের আইকিউ যেহেতু পৃথিবীর গড় বুদ্ধিমত্তার বেশ নিচে তাই (বাকি অংশ ২৩ এর পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

মুক্তিযোদ্ধা রাজাকারের লড়াই!

চলছিলো কোটা সংস্কারের আন্দোলন, এর মধ্যে 'মুক্তিযোদ্ধা-রাজাকারের' লড়াই বেঁধে গেল কেন বুঝলাম না! আন্দোলকারীরা চেয়েছে সংস্কার, বাতিল না। সংস্কার অর্থ কোটা থাকবে, পরিমান কমবেশী হতে পারে। এতে মুক্তিযোদ্ধার নাতি-পুতিদের জন্য কোটা বাদ দেওয়া বোঝায় না। ৩০ পার্সেন্ট আছে, যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে এনে মেধার কোটা বাড়ালেই তো এরা খুশী। যদিও কোন সভ্য শিক্ষিত ভদ্র সমাজে কোটা রাখা নাগরিকদের জন্য একটা অসম্মানজনক ব্যপার তারপরও আমাদের দেশটা যেহেতু এখনও আদিমতার (বাকি অংশ 8 এর পাতায়)

TiME television

বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে হামলা-হত্যার প্রতিবাদে প্রবাসীদের বিক্ষোভ

হোয়াইট হাউজ, জাতিসংঘ, টাইম স্কোয়ার, কনস্যুলেটের সামনে সহ বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ-প্রতিবাদ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশের চলমান কোটা আন্দোলন এবং সহিংসতার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবী জানানো হয়েছে। আন্দোলনের সমর্থনে নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটে পৃথক পৃথক আয়োজনে প্রতিবাদ সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, গায়েবানা জানাজা, মানববন্ধন, সমাবেশ। নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে দেশের সরকারি চাকুরির নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি। মুক্তিযোদ্ধা জেলা কোঠা এবং প্রতিবন্ধী কোটা বাদে সাধারণ শিক্ষার্থীরা শতকরা ৪৬ ভাগ সরকারী চাকুরির সুযোগ পাচ্ছেন। এ নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে কোটা বিরোধী আন্দোলন চলে আসলেও হয়নি কোন সুরাহা। বরং আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে বিষয়টি। দেশবাসীর মতো প্রবাসী বাংলাদেশীরাও কোটা সমস্যার যৌক্তিক সমাধান কামনা করছেন।

(বাকি অংশ ১০ এবং প্রতিবাদের ছবি দেখুন ১৬ এর পতায়)

'চোখ বেঁধে, হ্যান্ডকাফ পরিয়ে তুলে নিয়ে নির্যাতন করা হয়'

কোটা আন্দোলনের সমন্বয়কারী নাহিদের অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ও শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন। সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার পর নাহিদ ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, 'ডিবি পরিচয়ে রাষ্ট্রীয় একটি বাহিনী আমাকে তুলে নিয়ে যায়। পরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে।'

রোববার (২১ জুলাই) তিনি বিবিসিকে বলেন, আমার ধারণা রাষ্ট্রীয় কোন বাহিনী আমাকে তুলে (বাকি অংশ ২৩ এর পাতায়)

তোমার রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

জা ফ র আ হ মা দ

আল কুরঅনের সুরা আর রহমানে জীন ও মানব জাতিকে মহান আল্লাহ মোট ৩১ বার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন,"ফাবি আয়ই আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবিন।" অর্থাৎ (হে জীন ও মানবজাতি!) "তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?" এর মধ্যে আরবী 'আলাই' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। ৩১ বার ব্যবহৃত শব্দটি কোন কোন জায়গায় নিয়ামত, কোন জায়গায় আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর (বাকি অংশ ২২ এর পাতায়)

বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে আমিরাতে ৫৭ বাংলাদেশীর জেল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করার দায়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি আদালত ৫৭জন বাংলাদেশীকে দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছে। এদের মধ্যে তিনজনকে যাবজ্জীবন, ৫৩ জনকে ১০ বছরের জন্য আর একজনকে ১১ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে দেশটির এক আদালত।

রাষ্ট্র পরিচালিত ওয়াম সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন রাস্তায় দাঙ্গা উস্কে দেওয়ার অভিযোগে কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত নিযুক্ত আসামি-পক্ষের আইনজীবী রোববারের শুনানি চলাকালে আদালতকে যুক্তি দেন যে ওই সমাবেশের কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ছিল না। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রমাণও অপর্যাপ্ত বলে আইনজীবীকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে ওই সংবাদ সংস্থা। সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিক্ষোভ একরকম অবৈধ। আমিরাতে বাংলাদেশিরা তৃতীয় বৃহত্তম (বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগ থেকে আইরীন পারভীনের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত

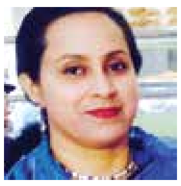

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ থেকে সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম সসম্পাদক আইরীন পারভীনের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ছলমান আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে বিপুল সংখ্যক নিরিহ প্রাণ চলে যাওয়ার প্রতিবাদেই মূলত; তিনি (বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আদালতের নতুন সিদ্ধান্তের পরও কোটা আন্দোলনের নেতারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছে। বিচার বিভাগ নয়, সরকার নির্বাহী বিভাগ তাদের দাবী দাওয়া বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে বিবিসি'র খবরে বলা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা তাদের দাবী পূরণে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম দিয়ে আপাতত: কর্মসূচী স্থগিত করেছে। রোববার (২১ জুলাই) ঢাকার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নাহিদ হোসেন কার্ফ্যু প্রত্যাহার, ইন্টারনেট চালু, ক্যাম্প খুলে দেওয়া এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতত করার দাবী জানানো হয়।

এদিকে আন্দোলনের একজন সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম বিবিসিকে বলেছেন, "আদালতের রায়কে আমরা সাধুবাদ জানাই। তবে আমাদের মূল দাবি নির্বাহী বিভাগের (বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল

এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়)

এক স্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ: বাংলাদেশের চলমান কোটা আন্দোলন এবং সহিংসতার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ দাবী জানানো হচ্ছে। আন্দোলনের সমর্থনে নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটে পৃথক পৃথক আয়োজনে প্রতিবাদ সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, গায়েবানা জানাজা, মানববন্ধন, হচ্ছে। নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। কার্যত: কোটা সংস্কার আন্দোলন এখন বাংলাদেশের সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। দেশে চলছে কার্ফ্যু, সেনাবাহিনী রাস্তায়। ইন্টারনেট (বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব'র বার্ষিক বনভোজন স্থগিত

বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের অনুষ্ঠানাদি স্থগিত রাখার আহ্বান

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতিতে সাধারণ প্রবাসী বাংলাদেশীরা ক্ষুদ্ধ, ব্যথিত, মর্মাহত। বিশেষ করে বিপুল সংখ্যক সাধারণ শিক্ষার্থী পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ায় ঘটনায় তারা নিজেরাই সন্তাহারা, ভাই-বোন হারা হিসেবে দেখছেন। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবীর প্রতি সমর্থণ জানিয়ে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব তাদের বার্ষিক (বাকি অংশ ২৩ এর পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 Ave., Ozone Park, NY 11416
Fax: 718-296-8259, e-mail: GLBL001@yahoo.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com